কবিতাকলাপ।

(কোষ কাব্য)

শ্রীযাদবানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

"অল্প চিন্তা চমৎকারা
কাতরে কবিতাঃ কুতঃ।"

নানা মত যথা যত বন-ফুল-চয়
ছোট, বড়, ভাল কেহ গন্ধহীন হয়।
এ কোষ কবিতা তথা এক মত নয়,
সরস, নীরস, কেহ মন্দ ভাবময়।

কলিকাতা;

১১নং সিমলা ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীযুক্ত এইচ, এম, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নির্ঘণ্ট।

ভূমিকা।

"কবিতাকলাপ" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে 'নীতি-শতক' নামে যে নীতিময়ী কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ আমাদের পূজনীয় পুরাণ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাস, ভবভূতি, বররুচি, কবিভট্ট, বেতাল-ভট্ট, ঘটকর্পর, চাণক্য প্রভৃতি মহাত্মগণের সংস্কৃত নীতি-শ্লোক হইতে সঙ্কলিত, কতিপয় কবিতা দেশীয় ও বিদেশীয় নীতি-বিশারদ কবিকুলের ভাবগ্রহণে রচিত, এবং অবশিষ্টগুলি স্বীয় কল্পনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

'বিবেক-বাক্য' নামক কবিতা কবিবর শঙ্করাচার্য্যের ভাব গ্রহণে লিখিত হইল।

স্বদেশীয় যশস্বান, ধনবান, বুদ্ধিমান, কৃপাবান, গুণবান, ন্যায়বান, সদাশয় ভূম্যধিপতি মহোদয়গণের চির-স্মরণীয় নাম কিছু দিন সাহিত্য-সংসারে সপ্রকাশ থাকে, এই অভিপ্রায়ে স্বদেশীয় দুই জন সুবিখ্যাত সহৃদয় ভূপতির বিয়োগ-বিলাপ নামে তাঁহাদের সুমহিমা বিষয়িণী কবিতা দুইটি গ্রন্থের শেষ ভাগে প্রকটিত করিতে বাধ্য হইলাম।

এই গ্রন্থে আমার পূর্ব্ব-প্রণীত কতিপয় কবিতাও পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি কবিতা সম্বন্ধে

লেখকের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ হইল।

মৎপ্রণীত "পদ্যপুষ্পাঞ্জলি" নামক পুস্তক হইতে 'নীতিবাক্য' ও 'পর্য্যটন এবং বিবিধচিন্তা' নাম্নী কবিতা দুইটি ঢাকা বাবুর বাজার নিবাসী বাবু কালিদাস মিত্র মহাশয় অপহরণ করিয়া "চারুকবিতা" নামক পুস্তকে প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি উক্ত কবিতা দুইটি মৃতকবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত বলিয়া পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করিতে যে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! কালিদাস বাবু, বোধ হয়, রচনা প্রণালী কিছু বুঝেন না; সুতরাং অন্যের কৃত কবিতার সহিত তাঁহার মৃত ভ্রাতার কবিতাগত কি কি বিভেদ ও স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহাও তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই।

"পদ্যপুষ্পাঞ্জলি" মৃত হরিশ্চন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানে ঢাকা "গিরিশ যন্ত্রে" মওলাবক্স প্রিণ্টারের দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাগুক্ত গ্রন্থ প্রচারের অল্প দিন পরেই হরিশ বাবুর মৃত্যু হয়। আমি কয়েক খানি পুস্তক যাহা পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত আর সমুদয় পুস্তক কালিদাস বাবু আত্মসাৎ করিয়া বিলক্ষণ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন; আবার সংপ্রতি কবিত্ব-যশঃ অপহরণের চেষ্টা পাইয়া বন্ধুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

এক্ষণে হরিশ বাবুর সহিত লেখকের রচনাগত প্রণালীর বিভেদ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা বিধেয়।

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র অসামান্য কবিত্ব শক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেখকের হীন শক্তি-জাত ক্ষীণ-হৃদয়ের কল্পিত কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া কালিদাস বাবু ব্যক্ত করিয়া নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। হরিশ বাবুর ও লেখকের লিখনপ্রণালী ও শব্দ চাতুর্য্য যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা প্রবীণ পাঠকেরা একবার উভয়ের রচিত কবিতা পড়িলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

হরিশ বাবুর কবিতা ওজস্বিনী ও ভাবময়ী করিবার আশয়ে ছন্দঃপাত দোষ উপেক্ষা করিতেন। পক্ষান্তরে লেখক উক্ত দোষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কবিতা লিখিয়া থাকেন।

হরিশ বাবু মারয়, ধরয়ে, খাম্নু, গেন্নু, এন্নু প্রভৃতি ক্রিয়া পদ বহুশঃ প্রয়োগ করিতেন, অন্য পক্ষে লেখক ঐ রূপ ক্রিয়া পদ গুলি সতর্ক ভাবে পরিত্যাগ করিয়া কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। লেখক যে ৫ খান পুস্তক লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ে প্রাগুক্ত দোষ (প্রতিপক্ষে গুণ) সমুদয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেবল সংশোধক হরিশ বাবুর হস্তে পড়িয়া "পদ্যপুষ্পাঞ্জলির" কয়েক স্থল ও সমগ্র "সীতা নির্ব্বাসন কাব্যের" একচরণ ভ্রমাৎ ছন্দোদোষে দূষিত হইয়াছে।

পাঠকের ইচ্ছা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে "চারু কবিতার" কবিতাগুলির প্রায় সমুদয় কবিতারই দুই এক

চরণে ছন্দঃপাত দোষ (যাহা হরিশ্ব বাবুর মতে গুণ) ঘটিয়াছে, এবং কয়েক স্থানে এনু, গেনু, ধরয়ে, করয়ে ক্রিয়াও প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার কৃত 'পর্য্যটন ও বিবিধ চিন্তা' নাম্নী কবিতা "চারু কবিতার" সমস্ত কবিতা হইতে সুদীর্ঘ হইলেও ছন্দোদোষ কি খানু, গেনু, করয়, ধরয় ইত্যাদি ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় নাই।

এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ কবিতা দুইটি এতৎ পুস্তকে পুনঃ প্রকাশিত হইল। অবিশেষজ্ঞ পাঠকগণ ঐ কবিতা দুইটি দেখিয়া হয় ত মনে করিতে পারেন, "চারুকবিতা" হইতেই বা কবিতা দুইটি অপহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে, আমি আপন ধনে আপনি চোর হইয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, মৎপ্রণীত "পদ্যপুষ্পাঞ্জলি" ১২৭৮ সালে প্রকাশিত এবং সোম প্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ প্রভৃতি পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইয়াছে।

মাহিগঞ্জ,
১২৯১। জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীযাদবানন্দ রায়
নিবাস রামনগর।
জেলা পাবনা।

কবিতাকলাপ।

চটক।

অতি বড় দরপণ ঝোলে রাজপুরে,
তাহাতে চটক কেন পড়ে ঘুরে ঘুরে ?
বুঝিলাম, প্রতিবিম্ব করি দরশন,
ভাবিল অপর কোন পক্ষীর পতন।
জানে না অবোধ পাখী আরসীর গুণ,
তাই জিগীষার বলে সমরে নিপুণ।
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে ঠোকরে আবার ;
রাঙ্গা আঁখি—মনে কত কোপের সঞ্চার !
আহার, বিহার, নিদ্রা করি পরিহার,
অবিরত করিতেছে চঞ্চুর প্রহার।
সতত আঘাতে হল চঞ্চুপুট ক্ষয়,
নহিল হৃদয়ে তবু ক্রোধের বিলয়।
সপ্তাহ যাবৎ রত অবিরাম রণে,
মণি-হর হরি যথা জাম্বুবান সনে।

চটক—চড়ুই পাখী। দরপণ—আয়না।
প্রতিবিম্ব—ছায়া। জিগীষা—জয়ের ইচ্ছা।

প্রতিদিন অকাতরে যুদ্ধের মতন।
ধন্য তুই, ওরে পাখি, ধন্য তোর পণ!
উদ্যম-শীলতা গুণ তোমার যেমন,
বঙ্গ-জন-মনে, হায়, আছে কি তেমন?

মধুরশতক।

৪

মধুর বালক-বদনে হাস,
মধুর প্রিয়ার প্রণয়-ভাষ,
মধুর প্রকৃত মানীর মান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৭

মধুর গগনে চাঁদের ভাতি,
মধুর আঁধারে জোনাকী পাঁতি,
মধুর বাঁশরী জুড়ায় কাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

১০

মধুর প্রভাতে শীতল বায়ু,
মধুর সাধুর অধিক আয়ু,
মধুর সুদীনে দাতার দান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

ভাতি—আলো।

১৩

মধুর বিপিনে বিহগ-কল,
মধুর কমলে কমল-দল,
মধুর জীবের জনম-স্থান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

১৬

মধুর শিশিরে রবির কর,
মধুর বসন্তে কোকিল-স্বর,
মধুর নিদাঘে সলিল পান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

১৯

মধুর দেশের উন্নতি করা,
মধুর মঙ্গলে জীবন ধরা,
মধুর আপদে অভয়-দান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

২২

মধুর ধনীর গুণের যশ,
মধুর বুধের বচন-রস,
মধুর দরিদ্র বিনয়বান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

কল—পক্ষীর রব।
নিদাঘ—গ্রীষ্ম।
বুধের—পণ্ডিতের।

২৫

মধুর সুতাপে চাতক রব,
মধুর অলির গুঞ্জন সব,
মধুর মোহন বীণার তান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

২৮

মধুর সতের সুকাজে মতি,
মধুর সুধীর সুপথে গতি,
মধুর সতীর বিপদে ত্রাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৩১

মধুর পাপীর বিফল আশা,
মধুর শুনিতে সুজন-ভাষা,
মধুর সুরভি কুসুম-ঘ্রাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৩৪

মধুর তনয়ে জনক-মায়া,
মধুর সুতের সুন্দর কায়া,
মধুর বঁধুর সরল প্রাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

সুধী—জ্ঞানী। মোহন—সুন্দর।

৩৭

মধুর রাজার বিচার-নীতি,
মধুর প্রজার শাসন-ভীতি,
মধুর অরির আনন ম্লান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৪০

মধুর পূজায় বিজয়া সঙ্গ,
মধুর প্রণয়ে অবশ অঙ্গ,
মধুর বিমল সলিলে স্নান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৪৩

মধুর দেশের পোষণ-কারী,
মধুর পণ্ডিত পুস্তক-ধারী,
মধুর প্রেমিক মুরতিমান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৪৬

মধুর মধুর-ভাষিণী-কথা,
মধুর মায়ের মনের ব্যথা,
মধুর বীরের বিজয়-মান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

পরের—শত্রুর, রিপুর।

৪৯

মধুর নবীন নীরদ-ঘটা,
মধুর তাহাতে বিজলী-ছটা,
মধুর সমরে শূরের যান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৫২

মধুর বিদেশে বিবাদ-হীন,
মধুর স্বাধীনে কাটিলে দিন,
মধুর আলয়ে আইলে ধান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৫৫

মধুর অসিত চিকণ চুল,
মধুর সুগন্ধি গোলাপ ফুল,
মধুর শশাঙ্ক বিরাজমান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৫৮

মধুর গণকে গণিত ফল,
মধুর বাগ্মীর বচন-বল,
মধুর শুনিতে সুন্দর ধ্বান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

শূরের—বীরের। বাগ্মীর—ভাল বক্তার।
যান—রথ। ধ্বান—শব্দ।

৬১

মধুর স্বজনে মমতা করে,
মধুর অরাতি সমরে মরে,
মধুর বিপদে বাঁচিলে প্রাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৬৪

মধুর কামীর কামনা-ফল,
মধুর ভ্রাতার বিপুল বল,
মধুর বিদ্যায় বিবিধ জ্ঞান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৬৭

মধুর অধরে তালম্বূ-রাগ,
মধুর সধবা-সিন্দূর-দাগ,
মধুর বন্দীর মুকতি দান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৭০

মধুর নদীর নিকটে বাস,
মধুর খলের জীবন নাশ,
মধুর সভার সমীপে মান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

অরাতি—শত্রু।

৭৩

মধুর বনিতা মনের মত,
মধুর দুহিতা সেবায় রত,
মধুর তনয় সুকৃতিমান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৭৬

মধুর আরাম আয়াস পরে,
মধুর বিরাম বিষম জ্বরে,
মধুর রিপুর বিফল বাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৭৯

মধুর করিলে কৃপার কর্ম্ম,
মধুর সুহৃদ রাখিলে ধর্ম্ম,
মধুর হইলে বিহীন-ভাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৮২

মধুর হেরিতে রজনী রাকা,
মধুর খাইতে রসাল পাকা,
মধুর শুনিতে সমীর-স্বান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

ভাণ—ছল। স্বান—শব্দ। রাকা—পূর্ণিমা।

৮৫

মধুর বরের সুচারু সাজ,
মধুর বধূর নয়ন-লাজ,
মধুর তাঁহারা যখন চান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৮৮

মধুর সংসারে সুনাম হয়,
মধুর সময় সুখেতে লয়,
মধুর বিরহী প্রেয়সী পান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৯১

মধুর সাধুর সমাজে গতি,
মধুর সুমতি সতীর পতি,
মধুর কবির কবিতা তান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৯৪

মধুর জীবন মলিন নয়,
মধুর নীরোগ শরীর হয়,
মধুর পীড়ায় পাইলে প্রাণ,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

৯৭

মধুর জাতীয় ধরম-নীতি,
মধুর সতীর সতভা-রীতি,

মধুর আচার আবহমান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

১০০

মধুর মুকুতা জলের তলে,
মধুর রতন নিহিত স্থলে,
মধুর কাননে কুসুম-স্থান,
সুমধুর অতি বিভুর গান।

পাপীর বিলাপ।

(কেন করিলাম)

১

কখন ভাবিনা ভবে কেন আসিলাম ?
অনিত্য প্রণয়- নীরে সদা ভাসিলাম।
কুজনের সহবাস ভাল বাসিলাম,
পরের বিপদ হেরি সুখে হাসিলাম।
দারুণ অসুয়া-বশে সবে দূষিলাম,
কটুতা-কুটিল ভাব হৃদে পুষিলাম।
কাকবৎ পর-পিণ্ডে পেট ভরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম ?

অসূয়া—গুণেতে দোষ দেওয়া, নিন্দা।

২

বিষম বিষয়-বিষ কেন খাইলাম ?
নিরাশ-হৃদয়ে কত দুখ পাইলাম।
অনুদিন অনুতাপে তনু দহিলাম,
প্রভুর কঠোর কথা কত সহিলাম।
মান-ভয়ে প্রাণ-ভয়ে মিছা কহিলাম,
পশু-মৃত কদাচারে রত রহিলাম।
অচেতন হয়ে চিরকাল হরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম ?

৩

মনোভূমে মোহ-তরু কেন গাড়িলাম ?
দিবা-নিশি ধন-চিন্তা শান্তি ছাড়িলাম।
সুখ লাগি অনুরাগী যানে চড়িলাম,
বিপদ-বাতাসে ভাঙ্গি জলে পড়িলাম।
জ্ঞান-উপদেশ কাণে নাহি তুলিলাম,
লোভ-মদে হিতাহিত বোধ ভুলিলাম।
কোপ-রূপ কুবসন অঙ্গে পরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম ?

৪

নিজে নিজ গুণ-গীত কেন গাইলাম ?
অভিমানে নীচ পানে নাহি চাহিলাম।
দীন-জনে কুবচন-বাণ মারিলাম,
যাতনা দিলাম কত যত পারিলাম।

শম, দম, সাধু ভাব দূরে দূরিলাম,
ছলনা চাতুরী-নীরে মন পুরিলাম।
খলতা বচন-বিষ মুখে ধরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম?

৫

ছলময় খল-বাণী কেন শুনিলাম?
ঈরিষা-বিষের বীজ বুকে বুনিলাম।
ঘোরতর পাপ-তাপ মনে জানিলাম,
সতত কুপথে তবু মতি আনিলাম।
কত দিন গত চিতে নাহি গণিলাম,
কেবল কলুষ-রণে জনে জিনিলাম!
চোর যেন সুজনের মান হরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম?

৬

জ্ঞানের প্রদীপ কেন দূরে থুইলাম?
স্বপন হেরিতে মোহ-ঘুমে শুইলাম।
নরক-ভীষণ-ভাব নাহি ভাবিলাম,
মাতৃ-পাশে অবিনয়-নদে নামিলাম।
সুখ-লোভে বিষয়ের পথে ধাইলাম,
কাঁটা ফুটে পদে কত ব্যথা পাইলাম।
অসার আনন্দে কেন বন্ধু বরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম?

ঈরিষা—ঈর্ষা, হিংসা।

৭

রবি-রূপে পর-যশঃ কেন শুষিলাম ?
অকারণ গুরুজন প্রতি রুষিলাম।
গুণি-জন-গুণে সদা দোষ ঘুষিলাম,
স্তন-গত জোঁক মত রক্ত চুষিলাম।
প্রিয় কথা বলি নাহি বন্ধু তুষিলাম,
অবিরত তাঁর মত মনে দূষিলাম।
ভব-বনে বনচর মত চরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম ?

৮

মহাসুখে মন্দ পথে কেন চলিলাম ?
দয়া-নীরে এক দিন নাহি গলিলাম।
পর-পরিবাদ সদা সুখে বলিলাম,
হিতকরী নীতি-লতা পদে দলিলাম।
কুমতির মতে সাধু জনে ছলিলাম,
হিংসা-হুতাশনে, হায়, সদা জ্বলিলাম।
দিনান্তে ঈশ্বর-নাম নাহি স্মরিলাম,
হায়রে, এমন পাপ কেন করিলাম ?

পরিবাদ—নিন্দা। হুতাশন—অগ্নি।

কবিতা।

যে শশি-শোভিতা ঘন-বিরহিতা
সে যামিনী যামিনী
যে যুবতী সতী রূপ-গুণবতী
সে কামিনী কামিনী।
যে বিমল নীরে বহে ধীরে ধীরে
সে বাহিনী বাহিনী,
যে সরস ভাষে বিনোদ বিকাশে
সে কাহিনী কাহিনী।
যে বিভু-বারতা গত মধুরতা
সে মাধুরী মাধুরী,
যে ছলে সাধিত দুই লোক-হিত
সে চাতুরী চাতুরী।
যে পরের ভাল ভাবে চিরকাল
সে বাসনা বাসনা,
যে সুজন তোষে বিভু গুণ ঘোষে
সে রসনা রসনা।

ঘনবিরহিতা—মেঘ শূন্যা। বাহিনী—নদী।
বিনোদ—আনন্দ।

যে মোহন করে শীত নাশ করে
সে সবিতা সবিতা,
যে ভাব-ভূষিতা সুরসে মিলিতা
সে কবিতা কবিতা।

নীতি শতক।

১

যৌবন, সুরূপ আর থাকে যদি কুল,
বিদ্যা না থাকিলে ঠিক পলাশের ফুল।
বিদ্যাই কেবল দেখ সর্ব্ব সুখ-মূল,
কিছু নয়—কিছু নয় বিদ্যা সমতুল।

২

ফল হীন তরুবর, জলহীন সর,
ফুল হীন লতা, যথা শিশু হীন ঘর,
গন্ধ হীন ফুল, আর শক্তি হীন কর,
প্রজা হীন রাজ্য যথা বিদ্যা হীন নর।

৩

অলস হইয়া যে বা কাটে বার মাস,
মন্দমতি, যার নাই সাধু-অভিলাষ;
সুখী, যে আকুল সদা সুখের কারণ,
রোগের যাতনা-যুক্ত যাহার জীবন;

সবিতা—সূর্য্য। মোহন—সুন্দর।

নিদ্রা-নীরে দিবা নিশি মগন যে জন,
অলীক আমোদ-মদে মত্ত যার মন ;
এই ছয় জন হয় বিদ্যায় বঞ্চিত,
যতনে এ দোষ ত্যাগ করা সমুচিত।

৪

বিদ্যাবান, নরপতি, এই দুই জন
তুল্যতর কখন না হয় কদাচন।
কেবল আপন দেশে রাজা পূজ্য হয়,
সর্ব্বত্র বিদ্বান্, এই বিদ্যাবানে কয়।

৫

সংসার বিষম যেন বিষ-তরুবর,
আছে তাহে দুই ফল অমৃত সোশর।
এক তার কাব্যের অমৃত আস্বাদন,
দ্বিতীয় সুজন-সনে সাধু আলাপন।

৬

অগাধ জলের তলে যে রোহিত রয়,
বিকৃত হৃদয় নহে বিকৃত হৃদয়।
গণ্ডূষ সলিল মধ্যে শফরী নিকরে,
অতি মানে যেন সদা ফর ফর করে।

অলীক—মিথ্যা।

৭

পদ তলে মণি রাখি কাচ শিরে ধর,
বাড়িবে না কাচ মান্য বিবেচনা কর।
মণির তাহাতে কিছু কমিবে না মান,
শুধু তব কার্য্য হবে অজ্ঞান সমান।

৮

কাক কাল পিক কাল কাল দুই হয়,
অভেদ সে কাল চেনা কঠিন বিষয়।
সুখদ বসন্ত কাল হইলে উদয়,
নিজ নিজ স্বরে কাক পিক পরিচয়।

৯

মধুর রসনা-রস পানে পিক-পতি,
মনে অভিমান নাই জ্ঞানবান অতি।
ভেক-দল পান করি পঙ্কিল জীবন,
ঘোরতর নাদে করে বধির শ্রবণ।

১০

ধরাতলে বরষার হলে আগমন,
ভাণ করে মৌনী রহে পরভৃতগণ।
প্রকৃতি সভায় বক্তা দর্দ্দূর যখন,
নীরব তখন থাকা শোভার কারণ।

নাদ—শব্দ। পরভৃত—কোকিল। দর্দ্দুর—ভেক।

১১

অসার পদার্থ দেখিবে যত,
আড়ম্বর তার পাইবে তত।
কনকের রব তেমন নয়,
যেমন কাঁসার বাসনে হয়।

১২

তীর্থ করি মালা ধরি কেশচ্ছেদ করিবে,
দুয়ারে দুয়ারে দিন ভিক্ষা করি হরিবে,
মরণ বিপদে, হায়, তথাপি না তরিবে;
মহেশ-মহিমা তবে সদা মনে স্মরিবে।

১৩

দেহাধারে প্রাণধনে রাখি অতি সংগোপনে
যাপিছ সময় সাবধানে,
কোন দিন কাল-চোর আসি অগোচরে তোর
সে ধন হরিবে কেবা জানে?

১৪

চন্দন, চম্পক, চূত কোপে করি দূরীভূত
নরে করে বাঁশের যতন,
ময়ূর, কোকিল, হাঁস সুখে সব করি নাশ
কাকে করে আদর অর্পণ।

চূত—আম।

করী, খর সমতুল   কর্পূর কাপাস মূল
গুণি-গুণে এমন বিচার,
যে দেশে দেখিতে পাব   কখন না কাছে যাব,
সে দেশে প্রণতি শত বার।

১৫

বরং বিপিনে বাস   করি যদি বার মাস
যথা হাতী, বাঘ বলবান,
অথবা পাদপ-তলে   থাকি যদি কর্ম্ম-ফলে
ফল পত্র খাই জল পান।
তৃণের শয়ন পাই   তাহাতেও দুখ নাই
বাকল করিব পরিধান,
তবু যেন ধন-হীন   না যাপি কখন দিন
বন্ধু মাঝে হয়ে হতমান।

১৬

পতি-শোকে সতী ম্লান,   মানীর ভাঙিলে মান,
সুলোকের জনরব-দুখে,
পণ্ডিতের তিরস্কারে,   সুজনের অবিচারে,
কুটিলের হেরি পর সুখে
নির্গুণের পরদেশ   যাতনার একশেষ,
ভৃত্য বিনা নিশ্চয় মরণ,
সম্ভাবনা আছে যার,   তারি দুঃখ দুর্নিবার,
জানে ভাল ভুক্ত-ভোগী জন।

খর—গাধা।

১৭

সাধুজন-সমাগম সাধ করে অনুপম,
পরগুণে প্রীতি প্রদর্শন,
গুরুপদে নতি রতি, বিদ্যায় বিনোদ অতি,
জিতেন্দ্রিয় রামের মতন।
লোক-পরিবাদে ভয়, ভক্তি বিভু-পদে রয়,
শক্তি মনো-রিপুর দমনে।
খল-সঙ্গ ত্যাগ করা, এ গুণে যাঁহারা ভরা,
নমি আমি তাঁদের চরণে।

১৮

ভোগে রোগ-ভয় হয়, কুলে কুল-নাশ-ভয়
ধনে ভয় দুরাচার জন,
দৈন্য-ভয় বড় মানে, রিপু-ভয় বলবানে,
রূপে ভয় অবশ যৌবন।
বিদ্যায় বাদীর ভয়, গুণে ভয় খল-চয়,
কাল-ভয় দেহের কারণ।
ভয়ে অভিভূত যত, আছে ভয় শত শত,
নির্ভয় বিবেকী যার মন।

বিনোদ—আমোদ।
পরিবাদ—নিন্দা।
বাদী—প্রতিপক্ষ।

১৯

ধর্ম্ম বিনা নরপতি, কুল বিনা কুলবতী,
জ্ঞান বিনা জ্ঞান-ভাণ-কারী।
গতি বিনা অশ্ব যেন, ভাতি বিনা ভূষা হেন,
বীর্য্য বিনা বীর-বেশ-ধারী।
ব্রত বিনা তপ-জ্ঞান, ছন্দ বিনা যেন গান,
স্নেহ বিনা ভ্রাতা দুরাশয়।
বিভু বিনা নর যত, কুগন্ধ কুসুম মত,
ত্যাগ করে সুধীর-নিচয়।

২০

কি হবে বিভবে যার দীনে দান পায় না,
কি হবে সে সেবা পর-হিতে মতি যায় না॥
কি হবে বিপুল বলে রিপু বশ হয় না,
কি হবে সে বিদ্যা যাহে ধর্ম্ম-বল রয় না॥

২১

করিলে যতন পাইবে রতন
কর অনুক্ষণ তাই,
কেবল মনন করিয়া কখন
অলস থেকো না ভাই।
আহার ভাবিয়া অলস হইয়া
কেশরী ঘুমিয়ে রয়,
মৃগ কি কখন করি আগমন
আননে পতিত হয়?

২২

দুস্তর সাগরে তরিবার তরে
বিধাতা দিবেন তরি,
তমো-বিচরণ করেন বারণ
দীপের নির্ম্মাণ করি ।
বায়ু বিনা নর হইলে কাতর
বীজন বাতাস করে,
শৃণীর সৃজন দমন কারণ
প্রমত্ত বারণ-বরে ।
সকল উপায় যাঁহার কৃপায়
চির দিন সবে পাই,
কুজন-মনন করিতে হরণ
সে বিধির বিধি নাই ।
ফুরাইলে ফল বিহঙ্গ সকল
তরু পরিহার করে,
শুকাইলে পয় সারস-নিচয়
নাহি যায় সরোবরে ।
বাসি ফুল-দল নাহি পরিমল
ছাড়িয়া পলায় অলি,
দহিলে কানন পশুরা তখন
স্থানান্তরে যায় চলি ।

তমো-বিচরণ—অন্ধকারের বিস্তার ।
শৃণী—অঙ্কুশ, হাতী চালাইবার অস্ত্র ।
বারণ-বরে,—প্রবল হস্তীকে । পয়—জল ।

গত ধন নরে আশু পরিহরে
অনুগত জন-চয়,
কাজের কারণ সকলে আপন
পরে তারা পর হয়।

২৪

কিছু নাই যার শত আশা তার,
শতী দশ শত চায়,
দশ-শতীজন করে আকিঞ্চন
লক্ষ মুদ্রা করে পায়।
লক্ষ-পতি কবে ধরা-পতি হবে
সতত কামনা করে,
ধরা-পতি-প্রাণ রাজ-পতি-মান
ব্যাকুল লাভের তরে।
রাজ-পতি-কাম সুর-পতি-নাম
সুর-পতি বিধি-মান,
শিবের সমান বিধি হতে চান
শিব পুন ভগবান।
এই মত যত আশা অবিরত
লোকের বাড়িয়া যায়,
নাহি হেন জন ধরায় কখন
আশা-নদী পার পায়।

আশু—শীঘ্র। কাম—ইচ্ছা।

২৫

বলুক সহস্র রাম লক্ষ্মণ সুমতি
পর-ভুজ-বল-বিজ্ঞ, নাহি দুঃখ অতি।
পাদপ-নিবাসী ওহে বানর-নিচয়!
হাসো ভাযো কটু কত সহ্য নাহি হয়।

২৬

বিফল রসনা যাহা বিভুগুণ গায় না,
বিফল চরণ যাহা পুণ্য-পথে যায় না।
বিফল শরীর যাহা সত্য-নীরে যায় না,
বিফল জীবন যাহা জগদীশ চায় না।

২৭

ইতর ইতর তাপ সহিবারে পারি পাপ
যেন দংশে কাল-সাপ মনস্তাপ হয় না,
শুন হে চতুরানন! এই মোর নিবেদন,
পার যত দেহ তত কেহ কিছু কয় না।
অরসিকে নিবেদন রসময় আলাপন
বড় তাহা বিড়ম্বন মমশিরে লেখে না,
উপহাস-ভয়ে মরি বিধাতঃ! বিনয় করি,
এমন অসুখে সুতে কভু, দেব, রেখো না।

২৮

সমর্থ জনের কোন্ কর্ম্ম অতি ভার?
যে জন বাণিজ্য করে কি দূর তাহার?

ভাযো—বল, কহ।

বিদ্বানের বিদ্যা-গুণে বিদেশে কি ভয় ?
প্রিয়-বাদী হও যদি, কে বিবাদী হয় ?

২৯

না জনমে সুত, জনমিয়া মরে,
কিবা বিদ্যা-হীন বাঁচিয়া রয়,
আদি দুই ভাল, এ তিন-ভিতরে,
শেষত কাহার কামনা নয়।
তাহার কারণ আদি দুই জন
একবার দুখ-দায়ক হয়,
চিরকাল শেষ অশেষ পীড়ন
করে, হরে সাধু বাসনা-চয়।

৩০

ছাতায় আতপ, জীবনে দহন,
আঁকুশে বারণ বারিত হয়,
লগুড়-প্রহারে গো গর্দ্দভগণ,
ভেষজে বিগত ব্যামোহ-চয়।
জ্ঞান-বলে পাপ, শিখি-ভয়ে সাপ,
সময়-শোচনা সময়ে যায়,
কিন্তু মনে বড় হয় পরিতাপ,
মূর্খের ঔষধ না হেরি, হায় !

আতপ— রৌদ্র। জীবন—জল। আঁকুশ—অঙ্কুশ।
বারণ—হস্তী। শিখী—ময়ূর।

৩১

শিরেতে ভালুক, মূলে অহি রয়,
শাখে থাকে সুখে বানর যত,
ফুলে চিরবাসী মধুপ-নিচয়,
চন্দন তরুর বিপদ কত ?
সেই মত সাধু নহে সাবধান,
আছে কাছে তার কুজন কত।
বিপদ-বাতাসে করি যোগ দান,
ডুবায় শরীর তরীর মত !

৩২

এ নিজ এ পর, গণক যে জন,
লঘু-মনা সেই ধরণী তলে।
উদার-চরিত সহৃদয়গণ
নিখিল জগত আপন বলে।
তাহার কারণ কর দরশন,
শত্রু মিত্র কেহ কাহারো নয়।
পরিচয় শুধু হেরি আচরণ—
নিজ পর, পর আপন হয়।

৩৩

নদী নাই কাছে, নাই নরপতি,
নাই ঋণ-দাতা দীনতা-কালে,
নাই ধনবান সদয় সুমতি,
কেবল আবৃত কুজন-জালে।

লঘুমনা – ক্ষীণ-চিত্ত। উদার – সরল।

যথা মান নাই, বিদ্যা জ্ঞান-করী,
নাই প্রীতি, নাই বান্ধব জন,
নাই সাধু-সভা, নমস্কার করি—
সে দেশ ত্যজিবে সুধীরগণ !

৩৪

জল-গতি সম মনোগতি যার
নীচ পথে সদা চালিত হয় ;
বৃথা লোক সেই, শুধু নাম সার,
অভিমানে মন কলুষ-ময়।
ব্যোমযান-গতি মনো-গতি পায়,
বাধা অবহেলি উপরে ধায়।
সেই মহাজন জীবুক ধরায়,
দেশে দেশে করে পূজন যায়।

৩৫

সতত সুজন হয়না কখন
লভিলে জনম সতের কুলে,
কত উপবন করি দরশন
পূরিত কণ্টক-পাদপ-কুলে।
চন্দনে যেমন উপাজি দহন,
দহে সুশোভন কানন-দলে,
সু-বংশে তেমন জনমি কুজন,
জ্বালায় ভুবন চরিতানলে !

ব্যোমযান—বেলুনযন্ত্র। জীবুক—বাঁচুক।
চরিতানলে—চরিত্র রূপ আগুণে।

৩৬

গর্জ্জন করিছ মেঘ, না বরিষ নীর,
চাতক পতগ আমি বড়ই অস্থির।
দৈববলে যদি আসে দক্ষিণের বাত,
কোথা আমি, কোথা তুমি, কোথা জলপাত?

৩৭

শুনরে চাতক, আমার বচন,
নীতি তোরে এই বলিতে চাই;
জলদ অনেক করে বিচরণ,
সকলে সমান করুণা নাই।
কোন মেঘ ঢালি জল অবিরল,
সুশীতল করে ধরণী-ধাম।
কারো কত শত বিফল নিস্বন,
নাহি কৃপা-নীর কেবল নাম।
যাহারে যখন করিবে লোকন
যাচিবে না তারি নিকটে তুমি,
করি মানা, ইহা রাখিবে স্মরণ,
ফলে কি সুবর্ণ সকল ভুমি?

৩৮

প্রতিদিন মরে মানব-নিকরে,
অনুদিন তাহা দেখিতে পাই।
শেষ যারা ভাবে অমর অন্তরে,
ইহার অধিক বিচিত্র নাই।

নিস্বন – ধ্বনি, শব্দ।

৩৯

সম দয়া-গুণে রবি, শশী, তারা,
সকলে আলোক প্রদান করে ;
ভেদাভেদ ভাব না জানে তাহারা,
প্রাসাদ-কুটীর-তিমির হরে।
সমভাবে বায়ু বহে চির দিন,
(চির জীবী সেই ব্রতের ফলে।)
সমগুণে জল করে তৃষা-হীন,
সম ভাব ধরে বিটপি-দলে,—
যে আসে কাটিতে সেও ছায়া পায়।
এমন মহত্ত্ব কাহার হবে ?
যদি সখে, নাম রাখিবে ধরায়,
এ সব সমান হইবে ভবে।

৪০

অর্থ লাভ ক'রে কেবা গরব না করেছে ?
বিষয়ী কে নিরাপদ হয়ে কাল হরেছে ?
কুজন-ছলনা-জালে কে পড়িয়া তরেছে ?
কে আছে অমর নরে কাল যারে ধরেছে ?

৪১

কি পর, হইলে মন লোভে পরাভূত ?
কি পাপ, হৃদয় যদি ছলনা-সংযুত ?

প্রাসাদ—অট্টালিকা, দালান।
কুটীর—কুঁড়ে, পাতার ঘর।

কি গুণ, যাহার মন সুজনতা-ময় ?
কি ভূষণ, সু-মহিমা যদি লাভ হয় ?
কি তপস্যা, চিতে হলে সত্যের শাসন ?
কি তীর্থ, যদ্যপি হয় চির-শুচি মন ?
কি ধন, সু-বিদ্যা যদি লাভ হয় ভবে ?
কি মরণ, হায়, যদি অপযশ রবে ?

৪২

নীরবতা-গুণ, মরি কত মনোহর !
বিপদের ভয় সদা তার অল্পতর।
কথা-দোষে ব্যথা পায়, কথায় মরণ,
সতত করিবে তাই রসনা শাসন।

৪৩

অপরের গুণ বই দোষ সাধু লয় না।
দোষী নয় দোষ তার গুণে তোষ হয় না।
স্তনে শিশু দুগ্ধ খায় রক্ত খেতে চায় না।
জলৌকা রুধির টানে দুগ্ধ কভু খায় না।

৪৪

শূর্প সম পরিহরি দোষ সমুদয়,
গুণ নিয়ে সাধুগণ পুলকিত হয়।
গুণ ছাড়ি দোষে শুধু লয়ে থাকে যেই,
তিতউ মতন অতি দুরাচার সেই।

জলৌকা—জোঁক। শূর্প—কুলা।
তিতউ—চালনী।

৪৫

মাতা পিতা শত্রু তার পরকাল খায়,
যাহারা আপন পুত্রে বিদ্যা না শিখায়।
সভা-মাঝে মূঢ়মতি শোভা নাহি পায়,
বক যেন বাক্য-হীন হংসের সভায়।

৪৬

বিনা গুণী রাজ-সভা শোভিত না হয়,
(বিজ্ঞতা-বিমল-বায়ু প্রবাহিত নয়।)
রাজা বিনা গুণি-সভা শোভা-হীন অতি,
(পারিজাত পুষ্প-বিনা দেবতার গতি।)
শশধর বিনা যথা নিশীথিনী সতী,
নিশীথিনী বিনা তথা নিশাকরপতি।

৪৭

গুণবান এক জন করিয়া আশ্রয়,
নিগুর্ণ মানব কত জীবে শোভাময়।
সে বিনা করিতে নারে জীবন ধারণ,
এক বিনা বিন্দু-দের যেমন মরণ।

৪৮

শিরোধার্য্য পর-পুরে করিলে গমন,
নিজালয়ে আসে তার চরণে পতন।
পরেরে দ্বিগুণ যার করিতে যতন,
মহৎ চরিত ঠিক রেফের মতন।

নিশীথিনী—রাত্রি।

৪৯

তাপ নীর দুই বারে সেই ছাতা ছাতা,
গন্ধ-গুণ যাহে রহে সেই পাতা পাতা।
স্নেহ-মধু মনে রাখে সেই ভ্রাতা ভ্রাতা,
মুঢ়তা-মগনে তোলে সেই ত্রাতা ত্রাতা।

৫০

করেন করুণা যত কৃপাময়ী মাতা,
(দান করি নাহি কহে সেই দাতা দাতা।)
তাহার অধিক দান করেন বিধাতা,
তার বেশি দয়াশীল জগদীশ পাতা।

৫১

প্রথম অবলা বড়ই প্রবলা
মুখরা প্রখরা অতি,
দ্বিতীয়া চপলা, যেমতি চপলা,
যেখানে সেখানে গতি।
একটী তনয় ভুবন-বিজয়
কাম নামে দুরাচার,
জলধি-ভবন, অনন্ত শয়ন,
বাহন গরুড় তাঁর।

চপলা—বিদ্যুৎ, চঞ্চলা।

স্মরিয়া স্মরিয়া মুরারির হিয়া
ঘরের চরিত-চয়,
দুখে ম্রিয়মাণ মূকের সমান,
তাই দারুভুত হয়।

৫২

দীন-হীন, শঠ আর বিকল-হৃদয়,
শোকাকুল, কটু-ভাষী, ব্যস্ত অতিশয়,
দুরোদর-বশীভূত, এই সাত জন
বার বার দুঃখ পায় বিধির পীড়ন।

৫৩

কৃপণের যায় যশ, কোপনের গুণ রস,
যে জন মদের বশ, সত্য তার রয় না।
আমোদে মানের হ্রাস, বিভবে বিপদ-নাশ,
মূঢ়ের আদর নাই, কেহ কিছু কয় না।
ধীর না প্রমাদ পায়, কদাচারে কুল যায়,
কুযতনে কাজ নষ্ট কষ্ট বই হয় না।
অজ্ঞানের যায় সুখ, কমলা ঢাকেন মুখ,
ঘরের কলহ শুনি, সে তাপ ত সয় না।

৫৪

সাধু কাজ যদি করিতে হয়,
গোপনে করিবে সে সমুদয়।

মূকের – বোবার। দুরোদর-বশীভূত – জুয়া খেলায় আসক্ত।

বামেতর করে করিব যাহা,
বাম হাত যেন না জানে তাহা।

৫৫

দীন-হীন পোষো তুমি কুন্তীর তনয়!
ধনবানে ধন দানে নাহি ফলোদয়।
রোগীর ঔষধ পথ্য প্রয়োজন হয়,
নীরোগে প্রয়োগ তাহা সমুচিত নয়।

৫৬

হত মোর শত সুত কৌরব সমরে!
শত শূল হানে বুকে জীবন সংশয়!
সংসার-গরল-তরু এই ফল ধরে!
সেই মহাজন শোকে ব্যাকুল যে নয়।

৫৭

লোভনীয় বস্তু দেখি দক্ষিণ নয়ন
তোমারে ভুলায় যদি, কর উৎপাটন।
ফেলে দাও দূরে যাবে বিপদ ভীষণ,
এক অঙ্গ-দানে হবে নরক বারণ।

৫৮

লোভনীয় বস্তু নিতে বামেতর কর
করে উপদেশ, তবে আশু ছিন্ন কর।

বামেতর—বাম হইতে ইতর, দক্ষিণ।

তোমার মঙ্গল তাহে হবে অতঃপর,
এক অঙ্গ দানে যাবে নরক দুস্তর।

৫৯

শপথ করো না কভু করি নিবারণ
স্বর্গ দিয়া, তাহা হয় ঈশ্বর-আসন।
মর্ত্ত্য দিয়া কিরে তুমি করো না কখন,
ঈশ্বর-পাদুকা ধরা—পুণ্য-নিকেতন!

৬০

করো না শপথ, পুনঃ শুনরে বচন
মাথা দিয়া, তাহে তব অধিকার নাই।
একটি অসিত কেশ ধবল কখন
করিতে কি পার তুমি, বল শুনি তাই?

৬১

হয় হয়, নয় নয়, এই আলাপন,
ইহার অধিক কিছু কখন না কবে।
(সতত করিবে তাই হৃদয় দমন,)
ইহার অধিক হলে পাপ লাভ হবে।

৬২

পড়সীরে ভালবাস, সদা পরে ঘৃণা কর,
পুরা-মুখে শুনা আছে এ নীতি-বচন।
বলেছেন এই কথা কোন গুরুবর,
ভালবাস সদা তব পাপী রিপুগণ।

৬৩

যে শাপে, তাহার কর কুশল বাসনা।
যে ঘৃণে তোমায়, তার কর উপকার॥
অভিযোগ করে, করে অশুভ কামনা,
ঈশ্বরের কাছে চাও মঙ্গল তাহার।

৬৪

শ্রমে বিদ্যা, ধন, মান, শ্রমে লাভ যশ,
শ্রমে সুখ, শ্রমে ধর্ম্ম, শ্রমে বড় নাম,
শ্রমে স্বাধীনতা লাভ, শ্রমে রিপু বশ,
শ্রমে দেহ সুস্থ, শ্রমে এই গুণ-গ্রাম।

৬৫

আলস্যে বিদ্যার নাশ সুখ দূরে যায়,
আলস্যে বিভব হ্রাস পথের ভিকারী॥
আলস্যে বিষম কীট তনু-কুল খায়,
আলস্যে অধীন লোক পর আজ্ঞাকারী॥

৬৬

পৃথিবীর গুরুতর মাতা মহাসতী,
গগন হইতে উচ্চ পিতা মহাযতী।
তৃণ হতে লঘুতর ভিকারী কুমতি;
বাতাসের আগে চলে মন আশুগতি।

গ্রাম—সমূহ। যতী—জিতেন্দ্রিয়।

৬৭

দান করি শব্দ করে একালে যে জন,
তায় পুনঃ হয় যদি যশের উদয়,
ভাল কাজে পুরস্কার উচিত যেমন,
ইহকালে পায় সেই পর কালে নয়।

৬৮

গোপনে যাহার দান লোকে নাহি জানে,
মধুর বচনে করে কাঙ্গালি বিদায়।
প্রকৃত গুণের গান নাই শুনে কাণে,
পরকালে পায় ফল জগদীশ-পায়।

৬৯

অনেক বচন যে জন বলে,
কাজে কিন্তু তার কিছু না ফলে।
গরজে শারদ নীরদ যত,
বরিষণ তার হয় কি তত?

৭০

ছলবলে সীতা সতী লঙ্কাপতি হরিল,
মনোদুঃখে মন্দোদরী এই খেদ করিল।
"মৃগয়া করিতে আর কেহ কভু যাবে না,
বিপদে পড়িলে লোক ত্রাণকারী পাবে না,
যোগি-জনে ভিক্ষা দিতে কোন নারী চাবে না,
হায়রে, এ তিন কার্য্য এই ভবে হবে না।"

৭১

খল জনে করে কুকাজ, হায়,
ফল তার সাধু সতত পায়।
কুমতি রাবণ সীতায় হরে,
সুমতি সাগর নিগড় পরে!

৭২

উত্তম সে কাজ, যাহা বুদ্ধি-বলে হয়।
বাহুবল-সাধ্য কর্ম্ম মধ্যম নিশ্চয়।
অধম সে কার্য্য, যাহা জঙ্ঘা দিয়া করা।
তাহা হতে অপকৃষ্ট শিরে ভার ধরা।

৭৩

যে সমাজে বৃদ্ধ নাই সে সমাজ নয়,
যে বৃদ্ধের ধর্ম্ম নাই বৃদ্ধ কেবা কয়,
বৃথা সেই ধর্ম্ম যদি সত্য-হীন হয়,
বৃথা সেই সত্য যাহা কপটতা-ময়!

৭৪

দিবাভাগে সেই কার্য্য করিবে সবাই,
নিশাকালে সুখ লাভ অনুতাপ নাই।
আট মাস সেই কার্য্য করিবে সকলে,
বর্ষা-কাল যেন ভাল সুবিধায় চলে।

নিগড়—শৃঙ্খল।

যৌবনে সেরূপ কার্য্য করিবে ধীমান,
প্রাচীন বয়সে যাহা সুখের নিদান।
যাবৎ জীবন কর ঈশ্বর-চিন্তন,
পরকালে সুখে বাস করিবে সুজন।

৭৫

শান্তশীলগণে গুরু করেন শাসন,
দুঃশীলের দণ্ড-দাতা নরপতিগণ।
গোপনে কুকার্য্য যারা করে অবিরত,
ঈশ্বর শাসন তার করেন নিয়ত।

৭৬

উগ্র আর কটু-ভাষী নরাধমগণ,
বাক্য-শরে করে সদা জগত পীড়ন।
খেদ, ভেদ, শোক আর মৃত্যু অপমান,
সে দুর্ম্মুখ-মুখে সদা করে অবস্থান।

৭৭

কেহ যদি কটু কথা কহে কোন দিন,
তখনি চটিয়া উঠে যারা জ্ঞান-হীন,
আহত হইয়া যদি রোষ-বশ নয়
সেই মহাশয় বটে সেই সেই মহাশয়।

৭৮

সাধু কি অসাধু কিবা তপস্বী তস্কর,
যাহার সেবায় যেবা হইবে তৎপর।

ধীমান্—বুদ্ধিমান্। আহত—আঘাত প্রাপ্ত।

তাহারি সমান করে স্বভাব ধারণ,
নীল আদি রঙ্গে যথা রঞ্জিত বসন।

৭৯

সকলে করিবে সদা চরিত্র রক্ষণ,
চলাচল ধন রাখি নাহি প্রয়োজন।
ধনে যদি হীন হয় হীন সেই নয়,
যে জন চরিতে হত সেই হত হয়।

৮০

অতিথি আহার-দানে যদি শক্তি নাই,
তৃণ, জল, ভূমি আর মিষ্ট কথা চাই।
এই সব দ্রব্য লোকে অনায়াসে পায়,
তবে কেন ভগ্ন আশে অতিথি বিদায়?

৮১

সন্তাপে রূপের নাশ,
সন্তাপে বলের হ্রাস,
সন্তাপে জ্ঞানের লয়,
সন্তাপে ব্যামোহ হয়,
সন্তাপে শমতা যায়,
সন্তাপে নিধন পায়।

নিধন—মরণ।

৮২

হইলে মরণ   বৃথা যত ধন,
অন্য জন তাহা পাইবে,
পশু-পক্ষিগণ   কিবা হুতাশন
মেদ মাংস তব খাইবে।
পাপ পুণ্য দ্বয়   সহগামী হয়,
সকল পড়িয়া রহিবে,
তবে কেন নর,   মিছে কাল হর ?
আশু পুণ্য-পর হইবে।

৮৩

কুগ্রামে নিবাস,   কুজনের দাস,
কুভোজনে কাল লয়,
কুপিতা কামিনী   দিবস যামিনী
কঠোর বচন কয়।
বিমূঢ় তনয়   অতি দুরাশয়,
বিধবা দুহিতা যার,
বিনা হুতাশন   দহে সেই জন,
অশেষ যাতনা তার।

৮৪

সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জনম মরণ,
সংযোগ বিয়োগ, ভাল মন্দ অগণন,
অবিরত চক্রমত বিঘূর্ণিত হয়,
তাই বুঝি সাধু-কুল শোকাকুল নয়।

আশু—শীঘ্র।

৮৫

কি করে রতন-দামে নিজে রত্নাকর ?
কি করে ধরিয়া করী বিন্ধ্য গিরিবর ?
চন্দনে মলয়াচল আপনি কি করে ?
সতের বিভূতি সদা পর-হিত-তরে।

৮৬

করিণীর সনে খেলি বনে বনে,
খাইত মৃণাল-পাত,
পান করি জল অতি নিরমল,
সেবিত শীতল বাত।
স্বাধীন জীবন, পুলকিত মন,
রূপে গুণে ঘোরতর,
ভাঙ্গিল যে কত তরু নানামত,
ভীম গদা যেন কর !
সেই বন-করী গলে পাশ পরি
মানব-অধীনে রয়,
যাহার যেমন ললাট-লিখন
তাহা কি মোচন হয় ?

৮৭

করি-শিরে হরি নখাঘাত করি
রুধির বাহির করিল,
তাহাতে মুকুতা অতি ভাতি-যুতা
মিশিয়া ভূমিতে পড়িল।

বিভূতি—ধন, টাকা কড়ি। হরি—সিংহ।

বদরি ভাবিয়া আদর করিয়া
কোন নীচ নারী তুলিল,
করেতে টিপিয়া কঠিন বুঝিয়া
আশু দূরে তাহা ফেলিল।
অস্থানে পতন তাহারি কারণ
মতির এ গতি হইল,
সেই মত কত মহৎ নিয়ত
অস্থানে অমান পাইল।

৮৮

সংগীত সাহিত্য-রসে অনভিজ্ঞ জন,
শৃঙ্গ-পুচ্ছ-হীন কোন পশুর মতন।
চরে তারা কিন্তু তৃণ করে না অশন,
শুধু পর পশুদের ভাগ্যের কারণ।

৮৯

কোকিলের রূপ স্বর, সতী-রূপ পতিবর,
কুরূপের বিদ্যা রূপ হয়,
ধার্ম্মিকের রূপ যশ, জল-রূপ তামরস,
রাজ-রূপ রাজ-নীতি-চয়।

৯০

গুনি-গুণ গুণী জানিতে পারে,
নিরগুণ তাহা বুঝিতে নারে।

বদরি—কুল, বরই। পুচ্ছ—লেজ।
তামরস—পদ্ম।

বলী জন জানে বলীর বল,
বুঝিতে না পারে নির্ব্বল-দল।
করী জানে হরি-প্রভাব যত,
পারে কি মূষিক বুঝিতে তত ?
মধু-ঋতু-গুণ কোকিল জানে,
বুঝিতে কি পারে বায়স-প্রাণে ?

৯১

যদি থাকে নিজ ধৈরয-বল,
কবচে তাহার আছে কি ফল ?
যদি ক্রোধ রহে দেহীর মনে,
কাজ কি বিবাদ বিবাদি-সনে ?
যদি জ্ঞাতি অতি কুশীল থাকে,
কি কাজ অনলে, কে চায় তাকে ?
যদি ভবে ভাল সুহৃদ পাই,
তবে কি সুখদ ঔষধ চাই ?
যদি খল-জন সঙ্গতি হয়,
কেন তবে আর সাপের ভয় ?
প্রশংসিত বিদ্যা যাহার থাকে,
কি কাজ তাহার কমলা মাকে ?
যদি লাজে হয় নয়ন নত,
কি ভূষা করিবে ভূষণ যত ?

কবচ—সাঁজোয়া, লোহার জামা। বিবাদী—শত্রু।

যদি কবিতার সু-তার পাই,
রাজতার প্রতি কামনা নাই।

৯২

তৃণ দাঁতে হাতে কর্ত্তন করা,
কর-নখে সদা আঁকিলে ধরা,
অল্প জল দিয়া ধুইলে পদ,
অশুচি রাখিলে আপন রদ,
মলিন আনন রুক্ষতা-ময়,
দুই সন্ধ্যা নিদ্রা-মগন রয়,
বিবসন হয়ে শয়ন করা,
অতি গ্রাস, হাস বদন-ভরা,
অঙ্গ পিঠে করে বাদন মানা,
(উচিত এ কথা সবার জানা,)
কেশবো করিলে এ সব দোষ,
ছাড়েন কমলা করিয়া রোষ।

৯৩

গুণি-পাশে গুণ আদর পায়,
অগুণ-সমীপে দোষের প্রায়।
নদীতে সলিল সুপেয় যাহা,
সাগরে মিশিলে অপেয় তাহা।

৯৪

সুচারু সরসী প্রসর অতি,
গভীর যেমতি সুধীর-মতি।

নাহি শোভে তাহা নলিনী ফুলে,
নহে গুঞ্জরিত ভ্রমর-কুলে।
তথাপি সলিল সুন্দর কত,
বাতাস বিমল হবে না তত।
নিরমল নীরে লহরী-খেলা,
ছোট বড় কত মীনের মেলা।
শির তুলি জল অঙ্কুরী করে,
নয়ন-তোষণ দর্শন ধরে।
কত শত ভেক নিবাসে তায়,
ডুবাডুবি করি প্রমোদ পায়।
খেলিতে আইল বালক-দাম,
রাম, হরি, মধু, মাধব নাম।
ছোট মাটি-খণ্ড ছুড়িল সবে,
উছলে সলিল মধুর রবে।
সুখের তাহাতে না হয় ওর,
মধুর অধরে হাসিয়া ভোর।
তাহাতে অস্থির মণ্ডূক-দল,
কেহ মরে কেহ বিহত-বল!
ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসে,
মুখ তুলি পুনঃ সলিলে ভাসে।
আবার বালক ছুড়িছে ডেলা,
আহা কি নিদয় তাদের খেলা।

প্রমোদ—আনন্দ, সন্তোষ। মণ্ডূক—ভেক।

উপায় না পায় ভাবিয়া কেহ,
কেমনে বাঁচিবে জীবন দেহ।
বুড় ভেক এক তাদের পতি,
বড়ই সাহসী, সুশীল অতি।
ডুবায়ে শরীর জলের তলে,
বাড়ায়ে বদন ডাকিয়া বলে ;—
"শিশুগণ! শুন আমার কথা,
নিরীহ জাতিরে দিও না ব্যথা।
তোমাদের খেলা প্রমোদ-ময়,
আমাদের কিন্তু মরণ হয়।"

৯৫

কোন এক মহাজন কামনা-সাগরে
ডুবিল, শুনেছি এই কামনা অন্তরে ;—
"বৈর-কারী, ধন-হারী, রাজ-আজ্ঞাকারী,
মিথ্যা-বাদী, প্রতারক, কপট-আচারী,
অতিথিগণের আগে যাহার ভোজন,
কুলে যেন না জনমে এই সাত জন।"

৯৬

ভুবনে অতুল দিবাকর-কুল
তাহাতে জনম যাঁর,
নানাগুণ-ধাম দশরথ নাম
রাজ-ঋষি পিতা তাঁর।
অতি সদাচারী জনক-ঝিয়ারী
সীতা গুণবতী জায়া,

বীর-কুল-ধন অনুজ লক্ষ্মণ
অনুগত যেন ছায়া।
ষড় বীর-দাপ প্রবল-প্রতাপ,
যেন বিষ্ণু-অবতার,
সে রামে যখন বিধি-বিড়ম্বন
অন্যের কথা কি আর!

৯৭

নিমিত্ত উদ্দেশ করি যে কুপিত হয়,
কারণ হইলে গত কোপের-বিলয়।
অকারণ জ্বলে যার দ্বেষ-হুতাশন,
কে করে বারণ তাহা কে করে বারণ?

৯৮

যদি ভানু সমুদিত পশ্চিম অম্বরে,
বিকসে বারিজ যদি অচল-শিখরে,
সুমেরু সচল হয়, শীতল দহন,
বিচলিত নহে তবু সুজন-বচন।

৯৯

কনক-পিঞ্জরে বাস সুখে হরে বার মাস,
রাজ-কর-কমলে মার্জ্জিত,
রসাল দাড়িম ফল ঘৃত, দুগ্ধ, স্বাদু জল
খেয়ে পিয়ে ক্ষুধা-নিবারিত;

অম্বর—আকাশ।
বারিজ—পদ্ম।

চির পাঠ রাম নাম অশেষ কুশল ধাম
মুখে মুখে শিখিবারে পায়,
তথাপি শুকের মন রহে সদা উচাটন
জনম-বিটপি-পানে ধায়।

১০০

বিপদে সুধীর হয়, সমুদয়ে ক্ষমা ময়,
সভাতলে বাক্য-বিশারদ,
রণে পরাক্রম অতি, যশোবাসনায় মতি,
শ্রুতির আমোদে গদ গদ।
এগুণে ভূষিত যাঁরা, প্রকৃত মহাত্মা তাঁরা
পূজনীয় তাঁহাদের পদ,
সংসার-সরসে তাঁরা চারু কোকনদ।

সূচ।

১

হে সুশীল সূচ! তুমি অতি গুণবান,
কল্পনা-কমলে তব স্বভাবের ছবি
সুবিমল, হেরি আজি জুড়াল পরাণ!
কমল-জীবন যেন হেরি রম্য রবি।

বিটপী—বৃক্ষ। সমুদয়ে—উন্নতিতে। কোকনদ—রক্তপদ্ম।
কমল—জল-পদ্ম।

২

একমাত্র ছিদ্র তব যাহে গুণি-জন
যুজি গুণ-রাজি গুণ করিতে বিকাশ,
জড় করি জগতের সুজীর্ণ বসন,
যোড়া দিয়া রচে কত দিব্য দেহ-বাস।

৩

গুণ-গ্রাহকতা গুণ তোমার যেমন,
হে গুণিন্, কত শত মনুজের নাই।
নিন্দা-নীরে গুণি-গুণ করি নিক্ষেপণ,
ঘোষে যারা অপযশ শুনিবারে পাই।

৪

অহো, নব বাসে পেলে ছিদ্রের সন্ধান,
ঢাকিতে তাহারে তুমি আশু যত্ন কর।
সুচির-হিতৈষী প্রায় পরের কল্যাণ
সাধো সাধুবর তুমি ধন্য নাম ধর।

৫

ধরণীর ধন্য গণ্য মান্যবর জনে,
নব বর-সাজে তুমি সাজাও সতত।
মধুমাসে মধু ঋতু মঞ্জু কুঞ্জগণে
সাজায় যেমতি দিয়া আভরণ কত।

আশু—শীঘ্র। মঞ্জু—মনোহর।

৬

দীনের দুঃখের দিনে, দীন-দয়াময়,
নহ তুমি উদাসীন পক্ষপাতি প্রায়।
সাধ্যমত কর তার উপকার-চয়,
সকলেই সমভাবে তব কৃপা পায়।

৭

যদিও অসিত রূপ তব তনু ধরে,
লোহারি হৃদয় আর, কি ক্ষতি তাহায়?
যে গুণ-গৌরব তব সরল অন্তরে
আছে, তাই প্রশংসিত, হে সরল-কায়!

৮

বড়ই আক্ষেপ এই, সুচ সদাশয়!
শত-ছিদ্র তিতয়ুর নিন্দাবাদ-বাণে
ভীত তুমি, কিন্তু জানে আমার হৃদয়,
তনুতর তনু তব অলক্ষ্য সন্ধানে।

দুর্ভিক্ষ।

(সাময়িক ঘটনা। ১২৮০ সাল।)

অয়ি মাতঃ সরস্বতি ভুবন-তারিণি!
অমর-সেবিতে, দেবি, অমর-কারিণি!

তনুতর—সূক্ষ্মতর, অতি সরু। তিতউ—চালনি।

দেহ অমরতা বর বসি রসনায়,
কৃপা কর অকিঞ্চনে অকিঞ্চন পায়।
এই কি সে বঙ্গ-দেশ, অঙ্গ-বেশ যার
তরু লতা শস্য কত কনক-আধার!
হরিত বসন পরি হরিত নয়ন,
করিত আনন্দ-রব পূরিত ভুবন!
ধরিত মূরতিমঞ্জু মনোমোহ-করী,
চরিত সুচির শান্তি সুখ সহচরী!
আর্য্য-ভূমি আর্য্যগণ-নিবাস-নিলয়,
কে হেন কুদশা হেরি ধৈর্য্য ধরি রয়?
অতি অনাবৃষ্টি দুষ্টা নিশাচরী প্রায়
কুকালে অকাল-রক্ষে প্রসবিল হায়!
ক্ষুধাতুর সিংহ সম পশি বঙ্গ-বনে,
নাশিতে প্রবৃত্ত নর পশু-পক্ষিগণে!
মায়া-রণে কায়া-হীন না হেরি আনন,
উৎপাতে আকুল-চিত্ত গৌড়জনগণ!
অই শুনি হাহাকার! সুকাতর নাদে
অন্তক-আবাসে যেন জীবকুল কাঁদে!
প্রসূতি পীযূষ-হীন ধরি পয়োধর,
অনাহারে ম্লানমুখী, ক্ষীণ-কলেবর,

হরিত—সবুজ। কনক—স্বর্ণ। রক্ষ—রাক্ষস।
অন্তক-আবাসে—যমপুরে। পীযূষ—দুগ্ধ।

বিলাপিছে কোলে করি দুধের নন্দন।
আসন্ন-মরণ সুতে ধরিয়া যেমন
কাঁদেরে জননী তার মমতার তাপে
পাগলিনী, হেন পাপ ভুঞ্জে কার শাপে!
চীৎকারি কোলের শিশু মুহু মূর্চ্ছা পায়
পাশে পিতা হত বুদ্ধি করে হায় হায়!
অপোগণ্ড, বাল, বালা, যুবক, প্রাচীন,
বনিতা বিগত-কান্তি, আহার-বিহীন,
জীর্ণ বাসে শীর্ণ কায় করিয়া গোপন,
দাতৃ-দ্বার-দেশে বশি করিছে ক্রন্দন।
নিষ্প্রভ-নয়ন নীর ঝরে অবিরত,
হায়রে, বরষা-ঝরে বারিধারা মত!
দিবা নিশি অতিশ্রমে ইতর-নিচয়
অর্জ্জে অর্থ, তবু তার সংকুলান নয়।
কাজেই কামিনী, কন্যা, পুত্র, পরিবারে
পাঠাইল কাপুরুষ দাতার দুয়ারে।
হাড়ি, ডোম, বেহারা, যবন নানা জাতি,
ভিক্ষা-তরে ঘরে ঘরে ফিরে দিবারাতি।
চঞ্চল তাদের মূর্ত্তি, চঞ্চল নয়ন,
চঞ্চল মনের গতি, চঞ্চল চরণ,
চঞ্চল বচন, রব রোদন-মিশ্রিত,
শুনিলে না হয় কার চিত্ত বিচলিত?
ভাবিয়া দারুণ কথা তণ্ডুলের মূল,
বুদ্ধি-হীন বৃহস্পতি, বিধাতা ব্যাকুল!

ফল, মূল, তৃণ, পত্র, মৎস্য, মাংস দিয়া
বাঁচায় জীবন জীব অন্ন না পাইয়া।
কু ভোজনে রোগ-রিপু হইয়া প্রবল,
কত রূপে কত জনে করিল কবল।
শস্যাগারে শস্য নাই, ধনাগারে ধন,
সরস সলিল-শূন্য, নির্ঘন গগন,
বীত-ফল তরু লতা, হত-বল নর,
শক্তি-হীন সেনাপতি ক্ষুধায় কাতর,
ভক্তিহীন প্রিয়পুত্র, স্নেহহীন পিতা,
প্রেমহীন পতি ছাড়ে আপন বনিতা।
লজ্জা-হীন কুলবধূ, শঙ্কাহীন চোর,
দয়াহীন দুরাচার দস্যু-দল ঘোর।
কোবিদ কবিত্ব-হীন, হর্ষ-হীন রবে,
কান্তি-হীন কলেবর, শান্তি-হীন সবে!
মধ্য-বর্ত্তি ভদ্রজন জন পদবাসী,
অন্ন-বিনা অহর্নিশ আছে উপবাসী।
বদ্ধ-বহির্দ্বার তার করি বিলোকন,
দুর্ব্বল যাচক-মুখে না সরে বচন,
ঘুরিল পুতুল-প্রায় দুরাশার কলে,
ভিকারী শঙ্কর যথা শঙ্করীর ছলে!
তিন দিন পরে কেহ অন্ন জল পায়,
ব্যাস যেন কাশীশ্বরী অন্নদা কৃপায়!
আচম্বিতে উপস্থিত ভীষণ উৎপাত!
যথা যাই শুনি সুধু হা ভাত হা ভাত!

অনুমানে অন্ধ পথে বাড়ায় দু হাত!
পরুষ পথিক বলে তফাত তফাত!
দীনের দুঃখের নিশা না হয় প্রভাত!
দুঃখিনী হারায় আঁখি করি অশ্রুপাত!
অল্পমূলে বিকাইয়ে বহু দ্রব্যজাত,
অন্ন-আহরণ করি কেহ পাতে পাত।
অধোমুখে প্রজাপতি গালে দিয়া হাত,
কিস্তির চিন্তায় তার হয় কিস্তিমাত।
সহৃদয় ধনি-গণ নগরে নগরে,
খুলিল অতিথি-শালা কাঙ্গালের তরে।
তাহাতে অগণ্য জীব খাদ্য জল পায়,
মহা কোলাহল করে মহোৎসব-প্রায়।
যেমন, চাতক! তুমি উচ্চানন হায়,
জলদে জল দে বলি জলদ-সেবায়।
সেইরূপ দীন-দল ঊর্দ্ধমুখে আছে,
অন্ন দে অন্ন দে বলি অন্নদের কাছে।
ধন্য তিনি ধন্য তাঁর ধরায় জনন,
ধন্য তাঁর পিতা, মাতা, ধন্য তাঁর পণ,
ধন্য তিনি, যিনি এই দীন-হীন-দলে
পালেন তাদৃশ বর-ব্রতের কৌশলে।
দেশের অবস্থা চক্ষে করি দরশন,
ক্যাম্বল কাতর-কায় ছাড়িলা আসন।

পরুষ—নির্দ্দয়, কঠিন। বিকাইয়ে—বিক্রয় করিয়া।

টেম্পল বসিয়া পাটে ফিরে ঠাঁই ঠাঁই,
নিরখি প্রজার দুঃখ শান্তি তাঁর নাই।
ধৈর্য্য-শীল নর্থব্রুক্, (বিপদ সময়
রাজার এ গুণ অতি আবশ্যক হয়)
বহুবিধ সদুপায় করি উদ্ভাবন,
বাঁচাইতে প্রজা-বৃন্দে করেন যতন।
শস্য-সুগমতা হেতু গাড়ি-ভাড়া হ্রাস,
উত্তরের বাষ্প-রথ-রথ্যার প্রকাশ।
পুকুর, প্রাচীর, পথ, পুরীর নির্ম্মাণ,
সমস্কার আদি কাজে আদেশ প্রদান।
নগরে নগরে বহু নীচ জন-চয়,
অই সব কাজে সদা নিয়োজিত রয়।
যাহা কিছু পায় তাহে খাদ্য করি ক্রয়,
কোন মতে করিতেছে সময় বিলয়।
কৃপার সাগর রাজা সুধী, সদাশয়,
কর্ম্ম-পটু, মহামতি, প্রশস্ত-হৃদয়,
খুলিয়া সদয় মনে ধনের নিলয়,
শস্য-হেতু বহু অর্থ করিলেন ব্যয়।
গাড়ি, ঘোড়া, বলীবর্দ্দ, খচ্চর প্রভৃতি
তণ্ডুল-বহন-ক্লেশে কাতর-আকৃতি।
আপনার স্বাস্থ্য-সুখে সমাদর নাই,
গিরি-বাস-বাঞ্ছা তিনি ত্যজিলেন তাই।

সমস্কার (সংস্কার)—মেরামত। বলীবর্দ্দ—বলদ।

স্থানে স্থানে হয় কত তণ্ডুল-ভাণ্ডার।
অনল-কবলে কিছু কবলিত তার।
কতক সলিলে মগ্ন বরুণের রোষে!
কিয়দংশ অপহৃত রক্ষকের দোষে!
কতক পচিয়া তার পূতিগন্ধ বয়!
এরূপে হইল কত অর্থ অপচয়!
শশব্যস্ত নাগরিক কর্ম্মচারী যত,
নেহারিতে দেশাবস্থা পর্য্যটনে রত!
প্রজার হিতৈষী রাজা, বণিক সদয়,
সম্পাদক, সভাসদ, সভ্য মহোদয়,
সুশীল, সুজন সব রাজকর্ম্মচারী,
ছোট, বড়, মধ্যবিধ ভূমি-অধিকারী,
সকলেই সাধ্য মতে উপকার করে;
তথাপি কাঙ্গালী কত প্রাণ পরিহরে!
রোদন-পূরিত শুনি সুখের সংসার,
নীরব কল্পনা-বীণা ছিন্ন তার তার!

কবলে—গ্রাসে।
পূতিগন্ধ—দুর্গন্ধ।
তার—তাহার। তার—সূতা, তন্ত্র, গুণ।

রূপ-গুণ।

ছাইল আকাশ ঘন ঘন-অন্ধকারে ;
আইল চপলা সতী কৌমুদী আকারে।
ক্ষণকাল আলো দিল,
পতি-বুকে লুকাইল ;
সুনাদে বারিদ-বর কহিল তাহারে;—
"বাহিরে করিতে গতি
সদা মানা করি, সতি,
তবু কেন আগমন এ খোলা গগনে ?
রম্য রূপে অনুপম
নহে কেহ তব সম,
তাই বুঝি বিশ্ব-জনে জানাও ললনে ?
বৃথা তব রূপ-রাশি নয়ন-তোষণ,
মধু হীন ফুলের মতন ;
গুণ হীন তনু ধর,
কিসের বড়াই কর,
লাজ নাই দেখাও দশন !
উপকারী জনে জীব করে আরাধন ;
কার কিছু হিত তুমি কর কি কখন ?

ঘন—মেঘ,। নিবিড়—গাঢ়। সুনাদে—সুস্বরে।
কৌমুদী—জ্যোৎস্না। বারিদ-বর—মেঘ।

কোন হিতে মতি নাই,
কেবল দেখিতে পাই
হায় অকারণ !
ছুঁয়ে জীব জন্তু যত
দহ দেহ অবিরত,
পুলকে পলকে কর নিধন-সাধন।
হিতকারী মেঘ আমি বিদিত ভুবনে,
তুমি কি জান না ? বরাননে !
পাইয়া প্রসাদ জল,
ধরাতল সুশীতল ;
প্রফুল্ল-অন্তরে,
চাতক পিপাসা দূর করে।
তরু লতা শস্য বাড়ে হরিত বরণ,
দুগ্ধ পানে বলী যত বালক যেমন।
চাষার আশার ধন ধান্য সমুদয়
সুধা-সম-জলে মম ফলবান হয়।
আমার জীবনে কত
বাঁচে জীব শত শত,
পশু, পক্ষী, কীট, আদি পতঙ্গ-নিকরে।
তব তাপে প্রাণি-গণ
সদা ভয়াতুর মন,

হরিত বরণ—সবুজ রঙ্গ। সুধা—অমৃত।
জীবন--জল।

পশে ঘরে ঘরে,—
হায়রে, অভাগা জীব অচিরাৎ মরে !
সুন্দর শরীরে কেন সদা পাপ কর ?
গুণ-হীন-তনু তুমি বৃথা রূপ ধর !
দেখ ধনি, কত গুণ মন্দ কলেবরে !”

পরম সুন্দর সেই বিভু নারায়ণ।

সুন্দর ভূধর-গণ ভুবন-ভূষণ ;
সুন্দর শ্যামল দল তরু অগণন ;
সুন্দর তটিনী-মালা সাগর-গামিনী ;
সুন্দর লতিকা-কুল কানন-কামিনী ;
সুন্দর সরোজ-শোভী সরোবর-চয় ;
সুন্দর কুসুম-কুঞ্জ শোভার নিলয় ;
সুন্দর সুধাংশু-নিধি নয়ন-রঞ্জন ;
সুন্দর তারকা-রাজি রম্য দরশন ;
সুন্দর নবীন নীল নীরদ-নিচয় ;
সুন্দর চপলা-ভাতি তাহাতে উদয় ;
সুন্দর বিহঙ্গ-কুল বিবিধ-বরণ ;
সুন্দর কলাপি-শিখা চক্ষু-বিনোদন ;

ভূধর—পর্ব্বত। শ্যামল দল—সবুজ পাতা।
তটিনী—নদী। মালা—সমূহ। বিহঙ্গকুল—পক্ষিগণ।

সুন্দর কুসুমে শোভে শিশির-নিচয় ;
সুন্দর দূরবা-দল শ্যামলতা-ময় ;
সুন্দর প্রফুল্ল ফুল নয়ন-তোষণ ;
সুন্দর সুরস ফল ক্ষুধা-নিবারণ ;
সুন্দর মানব-মুখ প্রতিভা উদিত ;
সুন্দর যৌবন-শোভা শৈশব-সহিত ;
সুন্দর রবির প্রভা লোকের নয়ন ;
সুন্দর কনক-কান্তি মানস-মোহন;
সুন্দর ভুবন এই জীব-জন্তু-ধারী ;
সুন্দর সাগর সেই ভীম-রব-কারী ;
সুন্দর শোভার ধাম পূর্ণিমার রাতি ;
সুন্দর আঁধারে কিবা জোনাকের পাঁতি ;
এ সব সুন্দর শোভা সৃজন-কারণ,
পরম সুন্দর সেই বিভু নারায়ণ।

মজরে মানস-অলি সে পদ-পঙ্কজে,
নশ্বর জীবন তবে যাইবে সহজে।
তাঁর গুণ গান কর গুণ গুণ স্বরে,
প্রেম-মধু পান কর প্রফুল্ল অন্তরে।
বিফল এ মায়াময় সংসার ভীষণ,
অনিত্য প্রণয়-চিন্তা, ধন-আরাধন ;
সব ছাড়ি লহ তাঁর চরণে শরণ,
সফল জীবন হবে সফল জীবন।

পতঙ্গ ।

দিন-মণি মহা দর্পে ধরা ধনী শাসিল,
তাপে তপ্ত নরগণ হাহাকারে ভাসিল ।
পতনের দশা শেষে অবিলম্বে আইল,
পশ্চিম সাগরে রবি সুনিয়মে ডুবিল ।
চারু-রূপ শশধর নভোদেশে উদিল,
ভাতি-লাভে নিশা সতী হাস্যবতী হইল ।
ঘরে দাস দিল দীপ আলোময় করিল,
হীরকের মালা গৃহ গলে যেন পরিল ।
বন্ধু সনে বসিয়াছি কত কথা হইল,
সুচারু পতঙ্গ এক সে ভবনে পশিল ।
প্রদীপের চারি দিকে মন-সুখে ঘুরিল,
দীপ-রূপে যেন তারে আকুলিত করিল !
জীব-নাশ ভয়ে মরি, এ হৃদয় কাঁপিল,
বন্ধু-বর একবার দূরে তারে ফেলিল ।
গেল না সে দীন জীব, পুনঃ ফিরে আইল,
চারু পাখা, সরু কেশ কিছু কিছু পুড়িল ।
লাফ দিয়া দীন প্রাণী দীপ শিখে পড়িল,
হায়রে অবোধ জীব দগ্ধ হয়ে মরিল ।
দীপানলে প্রাণ যথা এ পতঙ্গ ত্যজিল,
তেমতি বিষয়ী মূঢ় বিষয়েতে মজিল !

নভোদেশে—আকাশে ।

বিন্ধ্য গিরি ও সুমেরু পর্ব্বত।

বিন্ধ্যাচল কহে, "ওহে সুমেরু ভূধর !
ধরেছ বড়ই তুমি ভীম কলেবর।
নানা ধনে হও ধনী,
অনন্ত রতন-খনি,
উচ্চতার উপমান, তুমি নগেশ্বর।
হে অগ্রজ, এই মোরে আশীর্ব্বাদ কর,
বাড়াই আপন দেহ, দেহ এই বর।
ভেদিয়া গগন-তল,
চন্দ্র-সূর্য্য করি তল,
নিবাই সহস্র ভানু, কাঁদাই অমর।"
সগর্ব্বে ভূধর বলি এতেক বচন
বাড়িতে লাগিল, মাথা ভেদিল গগন !
চাঁদ, রবি রুদ্ধ হয়,
শুদ্ধ অন্ধকার-ময়
হাহাকার শব্দ করে এ তিন ভুবন !
দেবগণ ব্যাকুলিত মন,
কাশী আসি এ দুর্গতি করে নিবেদন
অগস্ত্য মুনির পদে, জানায় বেদন।
পুনঃ হিমালয়ে বিন্ধ্য বলিল তখন,—
"উচ্চতা আমার কত কর দরশন।

নগেশ্বর—পর্ব্বতের প্রধান। ভানু—এখানে কিরণ।

গুরুতর শৈল-বর !
এবে তুমি লঘুতর,
দেখ দেহ ভয়ঙ্কর আমার কেমন !
কি কৌতুক রবি শশী করে না গমন !
ঘুরে মরে পথ বদ্ধ পথিক যেমন—
দেব, দৈত্য, নর, রক্ষ,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ,
পশু, পক্ষী আদি সব তিমিরে মগন !
ধন্য ভবে আমার জনন !"
হেন কালে আচম্বিত
আসি তথা উপনীত
মহা মুনি তপোধন অগস্ত্য ধীমান,
প্রণমিল তাঁর পদে বিন্ধ্য জ্ঞানবান।
কহিলেন ঋষিবর,—
"শুনহে সুমতি-ধর !
এই মত নত ভাবে রবে ততক্ষণ,
যাবৎ না পুনঃ হেথা করি আগমন।
সন্ধ্যা করিবারে যাই,
বিলম্ব করিবে তাই।"
এই বলি গেল মুনি ফিরে না আইল,
চিরতরে নগ-পতি বিনত হইল।
হাসি হিমালয় তবে আনন্দে কহিল;—

"দেখ ভাই, দশা তব,
খর্ব্ব হল গর্ব্ব সব,
দেবতা হরিল দর্প—এই ছলে ছলিল !
বাড়িলে পতন তাই ফলিল।"
বিন্ধ্যগিরি নীরব হইল—
যোগে মগ্ন যোগী যেন নয়ন মুদিল।

নীতি-বাক্য ।

যে লতায় নাহি ফুটে মনোহর ফুল,
বৃথা তাহা সুবিচারে তার কিবা মূল !
যে তরুতে নাহি ধরে লোভনীয় ফল
বৃথা তাহা, তার তরে যতন বিফল।
যে শিক্ষায় নাহি ফুটে জ্ঞানের নয়ন
বৃথা তাহা, সে শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন ?
যে মানুষ মানুষত্ব না করে সাধন,
বৃথা—বৃথা—বৃথা তার মানব-জনম !
যে ধনের ন্যায়মত নাহি বিতরণ,
বৃথা তার উপার্জ্জনে শরীর-পতন।

দয়া, ধর্ম্ম অলঙ্কারে যে নহে শোভন,
বৃথা তার মণিময় ভূষণ ধারণ।
উপদেশ মত নহে যার ব্যবহার,
বৃথা সেই উপদেষ্টা কথা মাত্র সার।
মন, মুখ, ব্যবহার এক নহে যার,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ জীবনে তাহার!

বিবেক-বাক্য।

ধন-অভিলাষ, মূঢ়! কর পরিহার,
জান না কি বিষময় বিষম সংসার?
মিছা দারা, সুত, সুতা, বন্ধু, পরিবার;
মুদিলে নয়ন, মন, কেহ নহে কার।
ধন, জন, রূপ, রস, যৌবনের সনে,
পলকে প্রলয় পায় কালের শাসনে।
মায়া-ময় ধূলি-খেলা আশু কর দূর,
সাধু-মুখে শুন সুখে বচন মধুর।
শতদল-দল-গত জীবন যেমন,
চপল জীবন, মন, চপল জীবন!

জীবন—জল।

ক্ষণকাল সাধুজন-সমীপে নিবাস,
এ ভব-সাগরে ভেলা পুরাণে প্রকাশ।
ব্যাধি-ব্যাল শোক-কীটে জীবনের ফুল
কাটিল সকল, হায়, করি নিরমূল!
তথাপি কি নহে তব জ্ঞানের উদয়?—
মোহ-ঘুমে অচেতন, মন দুরাশয়!
বিপুল বাসনা তব ধন, জন, মান,
জান না সকল ভাই, স্বপন সমান!
শুন, মন, করি নানা কুপথে গমন
করো না কখন, মিছা আশা আকিঞ্চন।
সত্য পরমেশ-প্রেম সত্যের পালন,
সত্য সুখ, এই মাত্র শুন অভাজন!
সেই সত্য পথে, মন, কররে গমন,
অনুতাপে তনু তবে হবে না দাহন।
অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত নীর-নিধি,
রবি, শশী, পুরন্দর, পঞ্চানন, বিধি,
তুমি, আমি, এই ধরা কেহ কিছু নয়,
তবে কেন হয় মন, শোকের উদয়?
যাবৎ করিতে পার ধন উপার্জ্জন,
তাবৎ রহিবে রত বন্ধু পরিজন।
জর জর হবে, বল রবে না যখন,
মুখের কথাটি কেহ কবে না তখন।

ব্যাল—সর্প। কুলাচল—কুলপর্ব্বত। পুরন্দর—ইন্দ্র।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ করি পরিহার,
আপনার প্রতি মন, দেখ একবার।—
কে তুমি ? কোথায় ছিলে ? কেন আগমন ?
কি নিয়ে করিবে মন, কোথায় গমন ?
একবার ভাব তাহা হয়ে সাবধান,
কে দিল তোমায় এই অমূল পরাণ ?
নিজ-হিত-বোধ-হীন মানব-নিচয়,
নিগূঢ় নরক তারা ভোগিবে নিশ্চয়।
তরুতলে বাস ভাবে সুর-নিকেতন,
বাকল বসন যেন হেম-আবরণ,
ভূতল শয়ন তার সুখের কারণ,
পরমেশ-পদে যার অনুগত মন।
শৈশবে ধূলার খেলা, যৌবনে প্রণয়,
বৃদ্ধকালে চিন্তা রোগে ক্ষীণ অতিশয়;
পরম পিতার পদে কেহ রত নয়,
কোন্ পাপে জন যত এই মত হয় ?
আছে তব কত শত্রু, মিত্র কত জন,
করো না কলহ কভু করো না যতন।
পরিহরি নিজ পর, সম-চিত ভবে
আর কবে হবে, মূঢ়, আর কবে হবে ?
যাবৎ জনম হায় তাবৎ মরণ,
তাবৎ জননী-গর্ভে বিষম তাড়ন !
সংসারের এই মন, জানা শুনা দোষ,
তবু কেন—কিসে তুমি রহিলে সন্তোষ ?

নিশা, দিন, সন্ধ্যা, প্রাতঃ, শিশির, বসন্ত
আসে যায়, খেলা করে কাল বলবন্ত।
সেই সঙ্গে আয়ু গত আশা গত নয়,
ক্রমে যেন আরো তার হয় উপচয়।
যাইবে যৌবন রূপ, প্রাচীন যখন,
পলিত হইবে মুখ, স্খলিত দশন,
কাঁপা করে যষ্টি ধরি শোচনীয় হবে,
ভুলিবে না আশামন্ত্র না মরিলে ভবে।
তুমি, আমি, অন্য এক ঈশ্বর-সৃজিত,
কারো প্রতি বৃথা কোপ করা অনুচিত।
আপন ভাবিয়া পরে কর নিরীক্ষণ,
ভোল, ভাই, ভেদ-বুদ্ধি এই নিবেদন।
শুন মন, এই কোন গুরুর বচন,
সংসার অনিত্য সব জানি বিলক্ষণ;
তথাপি না হয় যার বিবেক উদয়,
নরকে নিবাস তার হইবে নিশ্চয়।
কলুষ মূষিকা কাটে আয়ু-তরু-মূল,
ভাঙ্গি পড়ে অভিলাষ-সাগরের কূল!
শুকাইল পাপ-তাপে জীবনের ফুল,
তথাপি ত্যজিতে নার অকিঞ্চন কুল?
হায় মরি, এত দূর বুঝিবার ভুল!—
হইলে বাতুল তুমি হইলে বাতুল!

উপচয়,—বৃদ্ধি, উন্নতি।

পর্য্যটন এবং বিবিধ চিন্তা।

একদা নিদাঘ-দিনে মধ্যাহ্ন-সময়,
ত্যজিলাম সুখ-ময় আপন আলয়।
প্রয়োজন-বশে ছাড়ি প্রিয় পরিজন,
ভ্রমণে হলেম রত আকুলিত-মন।
সঙ্গে করি শরীরের ছায়া সহচরী,
একমাত্র আতপত্র গাত্রোপরি ধরি,
চলিলাম। কিছুপথ পর্য্যটন পরে,
হলেম আগত এক ভীষণ প্রান্তরে।
সে ভয়াল ভূমি আমি করিতে ভ্রমণ,
কত যে পেলেম কষ্ট না যায় বর্ণন।
দেখিলাম দিবা-পতি দারুণ-দর্শন,
কুপিয়া করিছে যেন বহ্নি-বরিষণ!
স্বাভাবিক শৈত্যগুণ করি পরিহার,
হয়েছে অনিল যেন অনল-আধার।
হায়রে, জগৎ-প্রাণ যার অভিধান,
সেও যেন এই কালে কালের সমান!
অচির-দহন-দগ্ধ প্রাঙ্গণ যেমন,
পথের মৃত্তিকা তপ্ত হয়েছে তেমন!
তাপিত শরীর মম আতপ-জ্বালায়,
উৎসব-রন্ধন রত পাচকের প্রায়!

নিদাঘ—গ্রীষ্ম, ঘর্ম্ম আতপত্র—ছাতা।
অভিধান—নাম। প্রাঙ্গণ—অঙ্গিনা।

ঝলসিল আঁখি-যুগ সঘনে তখন,
যথা পিত্ত-জ্বর যুক্ত রোগীর মতন।
শুকাইল ওষ্ঠাধর, শরীর বিকল,
বহিল নাসায় শ্বাস অতীব প্রবল।
ভিজাইল অঙ্গ মম নিদাঘের নীর,
আশু উষ্ণ জল যথা স্নাতার শরীর!
বলবতী তৃষ্ণা কণ্ঠ করিল শোষণ,
ধরিল সুধীর গতি যুগল চরণ।
মুহুর্মুহু মনে মনে হেন জ্ঞান হয়,
আতপ-প্রতাপে হল জীবন-বিলয়!
খেদের তরঙ্গ হৃদে উঠিয়া সবলে
বিনাশিল মানসের শান্তি-শতদলে!
স্বেদের সলিল যেন করিতে বর্দ্ধিত,
হইল নয়ন-নীর বেগে প্রবাহিত!
আপনি আপন বুদ্ধি নিন্দিয়া তখন,
করিলাম সকাতরে কতই ক্রন্দন।
ভাবিলাম হায়, কেন ত্যজি প্রিয়বাস,
মরিতে এলেম ধরি ভ্রমণের আশ!
এখনি যদ্যপি মম বাহিরায় প্রাণ,
নিজেই হইব নিজ নাশের নিদান।
আজি এ বিপদে যদি পাই পরিত্রাণ,
না করিব কভু আর কুপথে পয়ান।

নিদাঘের নীর—ঘামের জল। স্নাতার—স্নানকারীর।

জগদীশ! দয়াময়, পতিত-পাবন,
দাসের দুর্গতি আজি কর বিমোচন।
এইরূপে কিছুকাল করিলে গমন,
দূরে এক তরু-শির হেরিল নয়ন।
সহসা অন্ধের যদি দৃষ্টি-শক্তি হয়,
যত না পুলকে পূর্ণ তাহার হৃদয়;
জল-মগ্ন জন হেরি তরি উপনীত,
যত না আনন্দ-রসে রসে তার চিত,
কথনে সমর্থ হলে মূকের বদন,
সুখের উৎপত্তি তার না হয় যেমন;
ততোধিক হর্ষ মম উপজিল মনে,
দূর-বিরাজিত সেই বৃক্ষ বিলোকনে!
কত কষ্টে তরুতলে হয়ে উপস্থিত,
বসিলাম আহা উহু শব্দের সহিত।
অহো! সে পাদপ-মূল সুখদ এমন,
মুহূর্ত্তে জুড়াল মম তাপিত জীবন।
দেখিলাম এক শান্ত পথিক-প্রবর,
নিদ্রা-নিমীলিত-নেত্র ভূমির উপর;
বাহ্য-বোধ-বিরহিত নিরাকুল-চিত,
বিরাম-বিমল-সুখে আছে বিমোহিত।
বুঝিলাম ভ্রমি সেই ভীষণ প্রান্তর,
আমার সমান সেও হইয়া কাতর,

নিমীলিত—মুদ্রিত।

করেছে শয়ন, শিরে বাহু উপাধান,
সমীর-সেবনে এবে জুড়াইছে প্রাণ।
নিদ্রা-যুত জনে তথা করি সম্বোধন,
চিন্তিয়া এ চিত্ত মম কহিল তখন ;—
"হে নিদ্রিত! নিরাকুল পান্থ মহাশয়!
হয়েছে এখন তব চৈতন্য-বিলয়!
ভুলেছ সংসার-চিন্তা কিছু কাল তরে,
বিষয়-বাসনা এবে বিলুপ্ত অন্তরে ;
কোপের কঠিন ভাব, লোভ দুরাচার
করেছে এখন তব চিত্ত পরিহার ;
মোহ, মদ, আদি যত মনুজের অরি,
সুদূর-প্রস্থিত এবে তোমা পরিহরি।
পুণ্য পরিতোষ কিবা অনুতাপানল,
কিছুই এখন নারে বিকাশিতে বল।
প্রণয়-পীযূষ-পূর্ণ প্রেয়সীর স্বর,
না হয় এখন তব শ্রবণ-গোচর।
তনয়ের মুখ-চন্দ্র সুচারু-দর্শন,
দর্শনে বিমুখ এবে তোমার নয়ন।
কে করে প্রশংসা তব নিন্দা কোন জন,
শুনিতে সে সব তুমি অশক্ত এখন।
এই যে বসিয়া আমি তব সন্নিহিত,
সুধাতে সমর্থ নহ স্বাগত বিহিত।"
বলিলে সে পান্থ-বরে এতেক বচন,

উচ্চতর হল তার নাসার নিঃস্বন।
অমনি সে ধ্বনি যেন আমার অন্তরে
কহিল তখন অতি সকোপ-উত্তরে ;—
"হে ভাবুক! কি জিজ্ঞাস অজ্ঞের মতন,
আপন অবস্থা প্রতি উদাসীন-মন?
নিদ্রিত পথিক যথা এই তরু-তল,
করেছে শয়ন মুদি নয়ন যুগল!—
যবে তব মহানিদ্রা হবে সমাগত,
তুমিও তুলসী তলে শুইবে এমত।
ধনের কামনা সহ মনের বিকার,
সাংসারিক সুখ দুঃখ যত কিছু আর,
একদা সকল তদা হবে তিরোহিত,
শুনিতে নারিবে দোষ গুণের সংগীত।
এই যে পথিক নিদ্রা করি পরিহার,
বিষয়-আস্বাদে রত হবে পুনর্ব্বার।
হেরিয়া আবার প্রিয়-পরিজন-মুখ,
উদিবে ইহার হৃদে অনুপম সুখ;
কিন্তু তব সেই নিদ্রা দূরিত কি হবে?
চরমের চিন্তা কেন নাহি কর তবে?

নাসার নিঃস্বন—নাকের ডাক। চরমের—শেষের।

কমলা।

কমল-বাসিনী দেবী তুমি মা কমলে!
কোটিজনে ধনবান কর বর-বলে।
যার প্রতি কৃপা কর,
ধনে ভরা তার ঘর,
মান, যশঃ, জ্ঞান, ধর্ম্ম লভে কর্ম্ম-ফলে।
দাস, দাসী অগণন,
কত সৈন্য প্রাণ-পণ,
কুশল-কামনা তার কায় মনে করে।
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর,
নানা খাদ্য মনোহর
খায় সেই, কত মত বেশ-ভুষা পরে।
দিন দুই পরে যদি অবশ্য পতন,
কেন তোমা করে গো যতন?
ধন মান পরিহরি,
অরির চরণ ধরি,
যদি হয় করিতে রোদন!
কোন দোষে সুখী জনে দুঃখ দান কর?
দিয়া ধন, গুণবতি, পুনঃ কেন হর?
তনয়ে যাতনা দিয়া,
গলে না কি তব হিয়া—
কঠিন-প্রস্তর?

এ কি মায়া, মায়া ময়ি, একি মায়া ধর!
কুলমান রূপগুণ না কর বিচার,
যারে তারে করুণা তোমার।
তুলিয়া আকাশ-দেশে,
ভূমে ফেলি দেও শেষে।
ভুবন ভিতর,
কার দশা রাখ স্থিরতর?
কোমল-শরীরা তুমি কমল যেমন,
কমল-নয়ন তব কমল-বদন।
কমল-বিমল-পদ, কমল-আসন,
কমল করেতে শোভে কমল মোহন,
সুখ সে কমল নাম,
পুণ্যবান অবিরাম,
কয় দিন ভোগে তাহা প্রফুল্ল অন্তরে?
ভাঙ্গো গড় এ সংসার,
পলকেতে ছার খার!
ক্ষণ সুখ-তরে,
কেন বিশ্ব লালায়িত কেন আশা করে?
তব ছায়া মেঘ-ছায়া জানে সর্ব্বজন,
তবু তাহা প্রাণপণে করে আরাধন,
পশিতে ভুবন ব্যস্ত বৈভব নগরে।

ভুবন—পৃথিবীর লোক।

চৈতন্যের প্রতিজ্ঞা।

এ ছার সংসারে আমি রব না রে রব না,
মাতৃ-জায়া-মায়া-মুগ্ধ হব না রে হব না।
ধন-লোভে ধনি-দ্বারে যাব না রে যাব না,
দূষিত চরিতে ভাল গাব না রে গাব না।
দুরাশয়ে মহাশয় কব না রে কব না,
সকোপ-নয়ন-বাণ সব না রে সব না।
কৃপাময় হরি বিনা চাব না রে চাব না,
বিষয়-মোদক-মোহে খাব না রে খাব না।
বিষয়ী হইলে তাঁরে পাব না রে পাব না,
ধন-বন-পথে আর ধাব না রে ধাব না।
ভুলিব প্রিয়ার কথা ভুলিব রে ভুলিব,
মমতা-লতার মূল তুলিব রে তুলিব।
মায়ে ছাড়ি দূর-দেশে যাইব রে যাইব,
হরিগুণ-বাদ সদা গাহিব রে গাহিব।
পর পরিবাদ যদি সহিব রে সহিব,
হরি অপবাদ ভার বহিব রে বহিব।
সদা মুখে সেই নাম কহিব রে কহিব,
কুচিন্তা-অনলে কেন দহিব রে দহিব ?

মোদক—মিষ্টান্ন।

তার লীলা-স্থান সব হেরিব রে হেরিব,
নামগুণ গান সদা করিব রে করিব।
মায়া-বশে মাতা পত্নী কাঁদিবে রে কাঁদিবে,
হাহাকারে দিন দুই যাইবে রে যাইবে।
কিছু পরে দুখ মনে রবে না রে রবে না,
রহিলেও এত ক্লেশ হবে না রে হবে না।
ধন, মান, পদ, যশঃ ত্যজিব রে ত্যজিব,
একতান মনে তারে ভজিব রে ভজিব।
প্রাণপুষ্পে সে চরণ পূজিব রে পূজিব,
কেমন সদয় তিনি বুঝিব রে বুঝিব।
মমতা, হৃদয়ে তুমি থেকো না রে থেকো না,
স্নেহ-ডোরে বেঁধে মোরে রেখো না রে রোখো না।
নিশ্চয় সকল আমি ছাড়িব রে ছাড়িব,
ভক্তি-লতা মুক্তি-ফল পাড়িব রে পাড়িব।
যাই প্রিয়ে, যাই কিছু বলো না গো বলো না,
শোকানলে,স্বর্ণ-ময়ি, গলো না গো গলো না।
হরি তব শোকতাপ হরিবে গো হরিবে,
তারি নামে এ বিরহে তরিবে গো তরিবে।
নিদ্রা-কোলে বিধুমুখী আছে অচেতন রে,
আছে অচেতন,
পতির কাতর কথা কে করে শ্রবণ রে,
কে করে শ্রবণ ?
নীরব সুমতি-গতি চোরের মতন রে,
চোরের মতন,

নিশা-কালে বাহিরিলা নদীয়া-রতন রে,
নদীয়া রতন!
দেউল, প্রাচীর, ছাদ, তারকা পতন রে,
তারকা পতন!
ঘুম-ঘোরে বিষ্ণু-প্রিয়া দেখিলা স্বপন রে,
দেখিলা স্বপন!
চমকি কামিনী ভয়ে মিলিলা নয়ন রে,
মিলিলা নয়ন;
না হেরি স্বামীরে কত করিলা রোদন রে,
করিলা রোদন!
জ্বলিয়া উঠিল যত মনের বেদন রে,
মনের বেদন!
ভিজিল নয়ন-নীরে নলিনী বদন রে,
নলিনী বদন!
আঁকিতে নারিবে সেই ছবি কদাচন রে,
ছবি কদাচন,
বিরত লেখনী তাই শোকে নিমগন রে,
শোকে নিমগন!

মৃত্যু-কালে

কদাচার ধনীর অনুতাপ।

এমন সুখের ধাম নয়নের অভিরাম
সম চারু-নিবাস ভবন,
নাট, গীত, বাদ্য রব আমোদ উৎসব সব
দিবা-নিশি হইত শ্রবণ।
তাহাতে আনন্দ কত মম চিতে সমাগত,
এবে তাহা দূরীভুত, হায়!
রোগে তনু জর জর, দেহ কাঁপে থর থর,
আশু যেন প্রাণ যায় যায়!
যে করে কুকার্য্য কত, করিয়াছি অবিরত,
সেই কর অবশ এখন,
যে পদে পাপের বন করিলাম বিচরণ
বল-হীন, হায়, সে চরণ!
যে নয়নে জনদোষ খুজি খুজি অসন্তোষ
পরিতোষ হেরি প্রলোভন,
কোটরে কুঞ্চিত তাহা, দৃষ্টি-শক্তি-হীন আহা,
অন্ধকার করি দরশন!
যে কর্ণে শুনেছি সুখে খল জনগণ-মুখে
ধন-মান-হরণ বচন,
বধির সে কাণ কেন? হইল বিপদ হেন,
সিংহ-নাদ না করি শ্রবণ!

কপালে সে সুখবন্ধ, দীপ নির্ব্বাণের গন্ধ,
নাসিকায় অনুভূত নয়,
সুহৃদ-বচন বিষ, ভাবিলাম অহর্নিশ,
তারি ফল হাতে হাতে হয়।
ক্রমশঃ অবশ কায়, কণ্ঠ শুষ্ক পিপাসায়,
প্রাণে যেন অনল উদয়!
ক্ষণে ক্ষণে মোহ ভোগ, বড় ভয়ানক রোগ!
জীবন যাতনা কত সয়!
বিষের জ্বালায় মরি! কিসে প্রতিকার করি?
বৈদ্য মতি হত যার বলে!
বুঝিলাম সুনিশ্চিত, শেষ দিন উপনীত,
যে দিন কুদিন কর্ম্ম-ফলে!
যৌবন বিষম কাল, তাহে ধরি ধন-জাল,
প্রভুতা, মূঢ়তা দুই দিয়া—
করেছি বিস্তর পাপ, রোগ-রূপ কাল সাপ
সে কারণ দংশিল রুষিয়া।
পুরাকালে ব্যাধ-বর নিক্ষেপি প্রখর শর
বকে যবে করিল নিধন,
বাণাহত বক-বর পেয়ে দুঃখ ঘোরতর
ছটফটে ধরায় পতন।
সে দুঃখ হইতে বাড়া মম দুঃখ সব ছাড়া
কোটি কোটি কীট কাটে মন!
অচল রসনা-যন্ত্র পাসরিল গুরু-মন্ত্র,
চির-রুদ্ধ হইল বচন!

ধন, মন, নাম, যশ, লোক, জন, রঙ্গ, রস,
হাতী, ঘোড়া, রথ, রম্য ধাম,
সকল পড়িয়া রবে, নিরয়ে নিবাস হবে,
অনলে পুড়িব অবিরাম!
বসন ভূষণ পরি, মনোহর বেশ ধরি,
করিয়াছি অভিমান কত!
সমুদয় পরিহরি, বিকট আকার ধরি,
এখনি হইবে চিতাগত!
লৌহ দ্বারে দ্বারবান করে কত অবস্থান,
পশু, পক্ষী, নর গতি মানা।
পশিল শমন-দূত হয়ে কোন মায়াযুত
কাহার শকতি তাহা জানা!
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দাস, দাসী আর দূত,
কত সৈন্য গণ্য নাহি হয়,
রাখিতে নারিবে কেহ কোন রূপে এই দেহ
ধরিলে মরণ দুরাশয়!
সুবিশাল-দেশ-পতি গরবে কাহার প্রতি
কৃপা-দান কভু করি নাই,
তবে চাব কোন মুখে ঈশ্বর-করুণা-সুখে,
ভাবিয়া আকুল প্রাণ তাই!
দীন-হীন শিশুগণ, কত ক্ষুধাতুর জন,
দ্বারদেশে করেছে ক্রন্দন,
বধির তাদের রবে, পুর-মাঝে মহোৎসবে
করিয়াছি সময় যাপন।

পাপ কাজে অবিরত ঢালিয়াছি অর্থ কত,
শত বিধ ভোগ-সুখ তরে,
সেই ভোগে এই রোগ অকালে কালের যোগ,
এত—এত যাতনা অন্তরে !
নীতি দোষে, মতি দোষে, অথবা মনের রোষে,
অবিচার করিয়াছি যত,
বিভু-পাশে যাব যবে, সকল বিচার হবে,
নিগ্রহ ভোগিব হায় কত !
শুনেছি রৌরব নাম নরক ভীষণ ধাম,
মহাতেজে জ্বলে হুতাশন !
অবিচারী, অত্যাচারী, লোভে নরহত্যাকারী
কৃতঘ্নের তাহাতে পতন !
আমিও ভোগিব তাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই,
বিফল শোচনা এবে সার !
পরকালে কি হইবে ? কে নরক নিবারিবে ?
এখন শরণ লব কার ?
চলি গেলে জলচয়, সেতু বাঁধা বুদ্ধি হয়,
চোর গেলে মিছা সাবধান !
নিবিলে প্রদীপ তায়, তৈল দান করা প্রায়,
কাল গতে মূঢ় মতিমান !

বায়ু।

পঞ্চ-ভূতে আবির্ভূত আমার জীবন,
আমি বায়ু, বল বুদ্ধি না যায় কখন।
কত শত গিরি-চূড়া
পদাঘাতে করি গুঁড়া,
প্রাচীর, মন্দির পায় নিশ্বাসে পতন!
শূলি-সম বল ধরি,
পলকে প্রলয় করি,
ক্ষণে হাহাকার তুলি এ তিন ভুবনে!
প্রভঞ্জন অভিধান,
ভেঙ্গে ফেলি ধরাখান,
কৃপা দান কারো প্রতি নাহি নিজ পণে;
নভো-দেশে নীল ঘন দিলে দরশন,
বীর-রসে হৃদয় মগন;
শন্ শন্ শব্দ ধরি,
ত্রিভুবন স্তব্ধ করি,
হরি-ডরে করীর মতন
দলে দলে মেঘ-দল করে পলায়ন,
নিমিষে নির্ম্মল করি নিখিল গগন।

আবির্ভূত—জাত। প্রভঞ্জন—বায়ু। অভিধান—নাম। নভোদেশে—আকাশে।

আশু-গতি নাম জান,
মরুত, জগত-প্রাণ,
অনিল, পবন,
বায়ু, বাত আদি নামে
পূজিত ধরণী ধামে,
আমি গন্ধ-বহ, বহি সৌরভ-রতন।
সুচারু কুসুম গন্ধ করিয়া হরণ,
জনে জনে করি বিতরণ।
জীবের জীবন আমি,
সতত সর্ব্বত্র-গামী ;
রাধা কৃষ্ণ সনে,
ফুল খেলি কেলি-কুঞ্জ-বনে।
পারিজাত পুষ্প-বাস করি নিবেদন,
তুষি শচী, শচীপতি পুলকিত মন।
শব্দ-বহ আমি সদা বহি শব্দ ভার,
অনন্ত নিনাদ বহে সাধ্য হয় কার ?
শুভাশুভ যত কথা,
উপহারি যথা তথা,
পালি এ জগত জীব বিষ্ণুর মতন।
না বহিলে প্রাণে মরে,
বহিলেও নিন্দা করে,
দোষ-গ্রাহী জন।
বৃথা নিন্দে, কেন তাহা করিব শ্রবণ ?
মহা ঝড়-রূপে যথা পশি পুষ্প-বনে,

ছিন্ন ভিন্ন করি ফুল কলি-কুল সনে ;
মনের দুর্গতি করে নৈরাশ তেমন !

নিদ্রা।

অয়ি নিদ্রে, জনগণ মনোবিমোহিনি !
শান্তি-সুখ-বিধায়িনি ! স্বপন-সঙ্গিনি !
মহতী মমতা তব মহিমা অপার,
অনুপম দয়া কিবা ভাব চমৎকার !
সরল স্বভাব তব চপলতা-হীন,
ভাবিলে অন্তর হয় বিস্ময়-বিলীন।
যে কালে রজনী শান্ত স্বজনী তোমার,
ধীরে ধীরে ধরা আসি করে অধিকার ;
যখন সুমন্দ-গতি শীতল সমীর,
জুড়ায় ভবের যত জীবের শরীর ;
বিধুর বদন যদা করি বিলোকন,
আমোদে চকোর-কুল করে কল-স্বন ;
জগত-জীবের চক্ষু আবরি তখন,
সকল সন্তাপ তুমি করহ হরণ।
মাতার কোমল কোলে বালক-নিচয়,
নিরাকুল চিতে যথা অচেতন রয় ;

তব অঙ্কে নিরাতঙ্কে থাকে সেই মত,
ভূচর খেচর আর জলচর যত।
ভীম-তম-হিম-গর্ত্তে যেমন সবল
নবীন কঞ্চুকধারী ভুজগ সকল,
তথা তব সুখ-সঙ্গ পরিহার পরে
নিয়ত নূতন বল নর-দল ধরে।
চির-চিন্তা-পর-বশ বিচারক-চয়,
বিচরে যাদের চিত্তে সতত সংশয়;
বিষয় বিমুগ্ধ-চেতা বিষয়ি-নিকর,
যাদের ধনের ধ্যান মনের ভিতর;
সুধীর সরল-স্বান্ত শিক্ষক নিচয়,
লোভের লম্ফনে যারা অধীর না হয়;
গরিমা-গর্ব্বিত যত ধনধরগণ,
নিয়ত যাহারা করে পরে নিপীড়ন;
পাপের অঞ্জনে অন্ধ করিয়া নয়ন,
ধর্ম্মের মোহন-মূর্ত্তি করে না ঈক্ষণ;
না পায় সুজনগণে যাদের আশ্রয়,
পাপীরা পরমসুখে প্রপালিত হয়;
চটুল-হৃদয় যত চাটুকারগণ,
বিদ্যা বুদ্ধি বল মাত্র যাদের বচন;
সবল পদাতি-দল দয়া মায়া হীন,
যাদের শমন সম স্বভাব কঠিন;

অঙ্কে—কোলে। কঞ্চুক—খোসা। স্বান্ত—মনঃ।

বান্ধব-বিরহ-ব্যাধি-বিধুর-অন্তর,
সুচির-প্রবাসী যত বণিক নিকর,
যাদের মানসে মহা মন্ত্রের মতন,
বিভব-বর্দ্ধন-বাঞ্ছা জাগে অনুক্ষণ ;
তপন-তাপিত-তনু কৃষক সকল,
মহীর মহিমা জানে যাহারা কেবল ;
সকলেই নিজ নিজ কার্য্য পরিহরি,
তব কোলে রহে যেন শান্ত ভাব ধরি।
শোকের অনলে যত শোকাকুল কায়,
নাহি দহে দাব-দগ্ধ হরিণের প্রায় ;
দীনের দীনতা দুঃখ না রহে স্মরণ,
হায়রে, তোমার সঙ্গ সুখদ এমন!
শান্তির শার্দ্দূল যেন তস্কর-নিকর,
যারা পর-ধন-প্রাণ হরে নিরন্তর,
কালের কঠিন শাস্তি-শঙ্কা উপেক্ষিয়া,
কাটে কাল ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ;
নিয়ত অহিত-বাঞ্ছা-ব্যাকুলিত মনে
রহে যারা, সার সুখ না জানে স্বপনে।
কুল-কুসুমের কীট কামুক-নিচয়,
কলুষ কুৎসিত মদে প্রমত্ত-হৃদয় ;
কেবল এরাই তব সুখ সংমিলন
জানে না কেমন, হায়, জানে না কেমন!

—

খল।

১

আমি খল, মহাবল, জগত-দমন,
সতত কুটিল মতি,
যথা তথা করি গতি,
নাই কৃপা কারো প্রতি,
কে মোর আপন ?
পদাঘাতে ভাঙি সদা সুখের ভবন।

২

কুসুম-আবৃত যথা ভুজঙ্গ ভীষণ,
কাপট্য বসন পরি,
মধুর বচন ধরি,
সাধুর সদৃশ করি
স্বভাব আপন,
বাহিরে সরল, মনে গরল-অঞ্জন।

৩

রাজ-পাশে বাস করি সচিব যেমন,
বাক্য বিষ দিয়া কাণে,
বধে অন্য জন প্রাণে,
কে মোর মন্ত্রণা-বাণে
পাইবে মোচন ?
গোপনে মারিয়া ছুরী করি পলায়ন।

সচিব—মন্ত্রী।

৪

চূর্ণ করি সুখ-সৌধ ঝড়ের মতন,
বড় বড় বুদ্ধিমান
সুকৌশলে হত-মান,
পরাক্রম বলাধান
আমার এমন,
বুদ্ধি-বলে হত-বুদ্ধি বিশ্বজনগণ।

৫

সর্প সমধিক শক্তি, সাক্ষাৎ শমন,
দণ্ডে ভাঙি মান-শির,
পরানিষ্টে যেন তীর,
নাহি চিত্তে দয়া-নীর,
পাষাণ মতন।
পর দুঃখে সুখী আমি সদা সর্ব্বক্ষণ।

৬

পুস্তক পুরাণে শুন সাক্ষীর বচন,
চারি যুগে জয় মম,
অতুলিত পরাক্রম,
কুমন্ত্রে আমার সম
নাহি অন্য জন ;—
বিবাদে পুলক পাই, অন্ধের নয়ন।

সৌধ—দালান। পরানিষ্ট—পরের মন্দ।

৭

সত্য যুগে ছিল বটে সত্যের পালন ;
দানবে করিয়া দৃষ্টি,
করেছি বিবাদ বৃষ্টি,
রসাতলে গেল সৃষ্টি
আমারি কারণ।
দুর্গার দুর্গতি কত না যায় কথন !

৮

রাবণের কণ্ঠে ভর ত্রেতায় যখন,
মারীচ বিনাশ হয়,
ক্রমে ক্রমে বংশ-লয়,
বিভীষণ সদাশয়,
ত্যজে নিকেতন,
শোক-দুঃখ-চিন্তাকুল রাজীব-লোচন।

৯

দ্বাপরে অনন্ত শক্তি অনন্ত যেমন,
ভীম-তম ভুত-মত,
ধরিলাম বীর কত,
অনুগত অবিরত
ছিল শত জন ;
বিশেষ শকুনি শূর, কর্ণ, দুঃশাসন।

১০

পরাস্ত বিদুর-বুদ্ধি পাশার পত্তন;
পাণ্ডব বিগত-মান,
কূট-বুদ্ধি ভগবান,
সহায় সুমতিমান,
দ্রৌপদী রতন
লক্ষ্মীরূপা, ভোগে তবু দুঃখ অগণন।

১১

কারো সনে নাহি মোর প্রণয় কখন;
শান্তি-বনে বাঘ মত,
খ্যাতি-রক্ত খাই কত,
বন্ধু-ভাব তরু মত
করি উৎপাটন।
"খল-প্রীতি জল-রেখা" বিখ্যাত বচন।

১২

কারে বলি এ রহস্য কে করে শ্রবণ?—
নাশিতে পরের সুখ,
সহ্য করি কত দুখ,
কোন কার্য্যে পরাঙ্মুখ
না হই কখন,
দিবা নিশি দুষ্ট-চিন্তা-যুক্ত মোর মন।

১৩

বদনে বিরাজে ব্যাল বিকট-দশন ;
একে করি বিষদান,
বধি দুই জন প্রাণ,
বাড়াই আপন মান
দর্পীর মতন,
কন্দর্পের দর্প-নাশ আমার শাসন।

১৪

লাগাই বিবাদ করি প্রণয়-ভঞ্জন ;
পরিহাস করি ভারী,
কাঁদাই কুলের নারী,
যেতক করিতে পারি
ছলনা আপন,
তারি চিন্তা অহর্নিশ দহে মোর মন।

১৫

কদাচিৎ কারো মান হইলে বর্দ্ধন,
বচন-চাতুরী ধরি,
রাজ-কাণ ভার করি ;
সুখের সোপান হরি
করিয়া যতন,
সফল করিয়া লই অভীষ্ট আপন।

ব্যাল—সর্প।

১৬

না করি শয়ন, নিদ্রা, বিরাম, ভোজন ;
দিবা নিশি পরদ্বেষ,
জ্বালাই জনম-দেশ,
সেই চিন্তা মনে বেশ
করে জাগরণ,
ইচ্ছা করে, করি এক বিজন কানন।

১৭

সকলেই চটে বটে নিকটে কুজন।
তথাপি চরিত-চয়,
অনুদিন উপচয়,
যদি অপমান হয়
আমার কখন,
ভ্রূক্ষেপ না করি আমি সুবুদ্ধি এমন!

১৮

সাবধানে শুন সবে আমার বচন,
সতত সজাগ রবে,
সময় পাইব যবে,
বিনাশিব সুখ তবে,
এই মোর পণ,
কপট সমরে পটু আমি বিলক্ষণ।

১৯

ভীষণ সমর সব আমারি কারণ,
সপ্ত শূরে শিশু হত,
দ্রোণ ভীষ্ম আদি যত,
কূট যুদ্ধে মরে কত,
কে করে গণন ?—
মহাবীর মেঘনাদ মুদিল নয়ন।

২০

সদ্ভাব বসন কাটি মুষিক মতন,
কীটরূপে স্নেহ ফুল
নাশি অনুরাগ-মুল,
বিপদ-সাগরে কূল
না পায় সে জন,
কৌশল-তরঙ্গে যারে করি নিক্ষেপণ।

২১

সরলতা-রিপু আমি বিদিত ভুবন,
ভ্রাতৃ-ভাব, বন্ধু-ভাব,
অবিলম্বে তিরোভাব,
যে সমাজে আবির্ভাব
আমার শাসন,
চাঁদের আলোক ঢাকি মেঘের মতন।

২২

পতি সতী, প্রভু দাস করেন বর্জ্জন,
কথা বার্ত্তা নাহি রয়,
কেহ যেন কারো নয়,
এমনি বিরাগ হয়,
না করে লোকন ;
এই কার্য্যে মোর শুন বিশ্ব-জনগণ !

২৩

আক্ষেপ, আমারে কিন্তু চিনে সর্ব্বজন,
আগে করে কাণাকাণি,
পরে করে জানাজানি,
তার পরে মানামানি
রহে কতক্ষণ ?—
এই দুঃখে আমি যেন জীয়ন্তে মরণ।

২৪

তথাপি ছাড়িতে নারি স্বভাব আপন,
পরাণ ছাড়িতে পারি,
ও বিষয়ে আমি হারি,
বৃথা কি বচন-ধারী
আমার আনন ?
নাহি ফুটে ফুল যদি, বৃথা উপবন।

২৫

নীচ পথে সদা যথা নীরের চলন,
সেই মত গতি ধরি,
সেই মত শব্দ করি,
(কুল কুল রব, মরি,
সুন্দর কেমন।)
সেই জলে মগ্ন কত বুদ্ধিমান জন!

২৬

গুণি-জন-গুণে করি দোষ আরোপণ;
কথার তরঙ্গ তুলি,
জানাই কু-ভাবগুলি,
যত উপকার ভুলি
কৃতঘ্ন মতন;
কে আঁটিতে পারে, আমি দুর্জ্জয় এমন?

২৭

ভাল কাজ কাল রঙ্গে করিয়া রঞ্জন,
আঁকিয়া নিন্দার ছবি,
রাহু-রূপে যশোরবি
গ্রাসকরি, যেন হবি
অনলে পতন,
সেই মত জ্বলে মোর হিংসা-হুতাশন।

হবি—ঘৃত।

২৮

পর উপকার করে, উত্তম সে জন ;
নিজ-হিত পরিহরে,
কাঁদে পর-হিত তরে ;
যে জন সমান করে
মধ্যম গণন ;
আমি কিন্তু বিপরীত করি আচরণ।

২৯

ঐ দেখ মোর দলে ভাগ্য-হীনগণ
ধন মান কুল হারা,
আকুল অন্তরে তারা
বরষি নয়ন ধারা
করিছে ক্রন্দন !—
যে আনন্দ পাই তাহা না যায় কথন।

৩০

আবার ছলের পথ না পাই যখন,
নাহি রুচে অন্ন জল,
মনে জ্বলে দ্বেষানল !—
ভিতরের হলাহল
কে করে লোকন ?—
গোপনে অসুখে কাঁদি দুর্দ্দশা এমন।

৩১

সদা সকলের করি অহিত সাধন,
নিজের যে পাপ হয়,
তাহে কিছু নাহি ভয় ;
চিরদিন ভ্রান্তিময়,
মদে মত্ত মন ! –
ভাবি না কি হবে, হায়, হইলে মরণ !

নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ।

ভ্রমেন বাল্মীকি-বনে জনক-নন্দিনী
সীতা, শোকাকুলা ধনী পতি-বিরহিণী !—
যথা ব্রজ-মঞ্জু-কুঞ্জে কুঞ্জ-বিহারিণী
রাধা, রাধানাথ বিনা শোকে উন্মাদিনী,
যবে, রে কুবুজে ! তব প্রেম-বাগুরায়
বদ্ধ ছিলা শ্যামচাঁদ, ভুলি রাধিকায়
প্রেমের প্রতিমা, মরি, মথুরা ভবনে,
কংস-ধনে ধনী যবে ত্যজি বৃন্দাবনে !
দীর্ঘ-শাখ তরুবর-সমীপে যাইয়া
কহিতে লাগিলা সতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;—

মঞ্জু – মনোহর। বাগুরা—ফাঁদ।

"ওহে ভূমিরুহ-বর, তুমি দয়াবান
অতীব, আশ্রিত জনে পণি স্বীয় প্রাণ
রক্ষা কর ; ঝড়, বৃষ্টি, শীত, তাপ যত
ভুঞ্জিতে না হয় তার ; সুখী সে সতত
যে তব আশ্রয়ে রহে। দুষ্ট অহঙ্কার
করিতে না পারে তব দেহ অধিকার।
হিংসা পর-সুখ-নাশা বাসিতে না পারে
তব দেহে, শত্রু মিত্র স্নেহ সবাকারে।"
এত বলি বসি সীতা যুগল পাণিতে
ধরি তরু-মূল, পুনঃ লাগিলা কহিতে ;—
"আশ্রিতা আজি, হে তব এ হতভাগিনী
মৈথিলী, জনক-বালা, স্বামি-বিরহিণী !
বল শাখি, আর নাকি, মোরে দয়া করি,
অবসিতা হবে সীতা-দুঃখ-বিভাবরী ?
আর কি জীবনকান্ত গ্রাহিবেন মোরে
অনুগ্রহি ? হায়, যারে সদা প্রেম-ডোরে
বেঁধে রাখিতাম, সেই কঠিন বন্ধন,
নিদারুণ বিধি, আহা, করেছে ছেদন !
কেন, হে পাদপ, বল কিসের কারণ
না দেহ উত্তর শুনি দুর্ভগা-বচন
শোক-ভরা, পতিচ্যুতা বনিতা বলিয়া
না কহিলে কথা বুঝি আমারে ঘৃণিয়া।"

ভূমিরুহবর—বড় গাছ। বাসিতে—বাস করিতে। বিভাবরী—রজনী।

এতেক বলিয়া সেই বৃক্ষ-আলিঙ্গিতা
মাধবী লতায় লক্ষি কহিলেন সীতা ;—
"অয়ি লতে, বল বালে তরু-বিলাসিনি !—
জানকী আমার নাম, ভ্রমি পাগলিনী
এ ঘোর গহন মাঝে, প্রিয়তম পতি-
বিয়োগ-বিধুরা দাসী, শুন ভাগ্যবতি !
যেমতি, ব্রততি, তুমি পতি প্রতি প্রীতি
প্রকাশ, শিখাতে যেন প্রেমের সুরীতি
কুলবালা-কুলে, হায়, আমিও তেমতি
করিতাম প্রেম মম প্রাণেশের প্রতি।
লজ্জা কি লতিকে, মোর তোমার সকাশে
বলিতে মনের কথা ?—সদা এই ত্রাসে
হৈমহার পরি নাই হৃদয় উপর,
পৃথকিবে কান্ত সনে মম কলেবর
চারুতর ; হায়, বুঝি সে হারের শাপে,
জ্বলি এবে দিবা নিশি বিচ্ছেদ-সন্তাপে !
নদ, নদী, উপবন, কানন, প্রান্তর
ব্যবধানে হেথা আমি, কোথা প্রাণেশ্বর !
জান তুমি কত জ্বালা বিরহ-বেদনে।—
আকর্ষে আসিয়া যবে তোমা কোন জনে
বিটপী হইতে, তবু না যাও ছাড়িয়া
ছিণ্ডে যদি কাণ্ড তব পাষণ্ড হইয়া।

বিধুরা—কাতরা। সকাশে—নিকটে।
ব্রততী—লতা পৃথকিবে -পৃথক হইবে।

যায় এ জীবন, সতি, বিনা জীবিতেশ,—
কেমনে বাঁচাই প্রাণ—বল সবিশেষ।
দেহ যুক্তি, লভি মুক্তি বিয়োগ-বিপদে।
না কর ছলনা, সতি, ধরি তব পদে!"
হেন কালে কুহরিল পাখী শাখাসীন
কোকিল! বিকল ধনী হইয়ে সুদীন,
নয়ন-যুগলে করি ঊর্দ্ধে বিলোকন,
কহিতে লাগিলা কাঁদি তাহারে তখন;—
"হে কোকিল, বসন্তের প্রিয় সহচর,
বিপিন-বিলাসি, তুমি বিষময় স্বর
না বর্ষ এখানে; যথা আছেন ভূপতি
দাশরথি রাম, তথা যাও শীঘ্রগতি।
তিনি মম পতি; সেই অযোধ্যা ভিতরে
পশিয়া, বসিয়া সুখে রম্য হর্ম্মোপরে
ডাক যেয়ে দিবা নিশি; তুমি হে যেমন,
এ নিভৃত স্থানে তব অযোগ্য আসন।—
দূত-পদে আজি দাসী বরিল তোমায়;
দুঃখ-বার্ত্তা সহ যাত্রা কর অযোধ্যায়
দয়া করি। চির-সুখী তুমি নাকি পাখি?—
সহ কিছু দুঃখ আজি দাসী-বাক্য রাখি।
যাও দ্রুত—যদি, দূত, সুধান ভূপতি,
বিবরি বলিবে যত দাসীর দুর্গতি;

শাখাসীন—শাখাতে উপবিষ্ট।
নিভৃত—নির্জ্জন।

কিম্বা জিজ্ঞাসাতে তাঁর নাহি প্রয়োজন,
দূত তুমি, নিজে যত মম বিবরণ
কহিবে প্রাণেশ পাশে। লজ্জা কি তোমার ?
তিনি গুরু জন, দেখ, গৌরব আমার
না যাবে তাঁহার অগ্রে বলিলে বচন।—
অতএব প্রশ্নে তাঁর কিবা প্রয়োজন ?

"আর এক কথা তোমা বলি পিকবর !
পথি মধ্যে আছে কত কুঞ্জ মনোহর—
ফল, পুষ্প, কিসলয়ে হয়ে সুশোভিত,
যত্নিবে রাখিতে তোমা করিয়া মোহিত।
কিন্তু তাহাদের করি সুশোভা লোকন,
না থাকিও ভুলি, পাখি, এই নিবেদন।
দুর্ব্বৃত্ত শকুন্ত-লোভী শবর তোমায়
ধরে যদি, কবে তারে দুঃখ সমুদায়
এ দাসীর, অবশ্য সে করিলে শ্রবণ
আমার কাহিনী, তোমা করিবে মোচন।
না পিক, পামর জাতি ব্যাধ দুরাচার
পাইলে তোমারে করে না ছাড়িবে আর ;
নিশ্চয় তবে কি তুমি অভাগিনী তরে
হারাবে জীবন ? আত্ম নাশিয়া কি করে
ধর্ম্ম কেহ ? অতএব যাবে সাবধানে
শূন্য পথে, না বসিবে কভু কোন স্থানে।"

কিসলয়—নবীন পল্লব। যত্নিবে—যত্ন করিবে।
শকুন্ত—পক্ষী। শবর—ব্যাধ।

হেন কালে বন-প্রিয় পুনঃ কুহু রবে—
শুনি ধনী গঞ্জি তারে কহিলেন তবে ;—
"আবার উগার বিষ, রে পোড়া কোকিল,
কাল সাপ! দস্যু কিরে হয় দয়াশীল
বুঝাইলে? হায়, যার স্বভাব যেমন,
নহিবে অন্যথা কভু করিলে যতন।
মরা নারী মারি তোর পৌরুষ কি হবে?—
তবে কেন বিরহিণী পীড়াপ্রদ রবে
পীড়িছ আমায়? আমি করি এ মিনতি,
প্রকাশগে শক্তি যথা আছেন ভূপতি।"
এত বলি মেঘ পানে করি বিলোকন
কহিলা মৈথিলী তারে সখেদ বচন ;—
"চাতকী কাতর স্বরে স্মরিলে তোমায়,
হে চাতক-পতি, তুমি বাঁচাও তাহায়
দান করি বারি; আজি দাসীর জীবন
বাঁচাও, কথাটি এই করিয়া পালন।
মম দূত হয়ে তুমি যাও অযোধ্যায়
প্রাণনাথ-নিকেতনে, যতনি তাঁহায়
কহিবে আমার যত দুঃখের কাহিনী ;
করিবে যাহাতে হন অনুকূল তিনি।
ধারা-ধর! তুমি ধারা করিয়া বর্ষণ
শিখাও ধনিক-দলে দীন হীন জন্

যতনি—যত্ন করিয়া। মৈথিলী—সীতা। নিকেতনে—আলয়ে।
ধারা-ধর—জলধর, মেঘ। ধনিক—ধনবান্।

গণে দিতে ধন, আজি দাসী ভিখারিণী!
এই উপকার ভিক্ষা মাগে এ পাপিনী—
তাপ বার, হে বারিদ, করুণা করিয়া,
মম পরিগ্রহ-বার্ত্তা ত্বরায় আনিয়া।"
শ্বসন-স্বনন শুনি ক্ষীণাঙ্গী তাহায়
কহিতে লাগিলা কাঁদি পাগলিনী প্রায়;—
"প্রবাহিত হেথা তুমি, ওহে সমীরণ,
তাপ-হর, অভাগিনী ভবে কি কারণ
শোক তাপে তপ্ত? কেন সন্তাপ তাহার
না নিবার? হইলে কি কৃপণ দয়ার?
না, তুমি তরল-চিত্ত সরল-চরিত
শুনিয়াছি, তবে কেন হেন বিপরীত
আচার? বিচার বিনা দীনা মহিলায়
বধ হে কুবোধ বায়ু জ্বালাইয়া, হায়,
বিরহ-দহনে! তুমি জগত-জীবন
জানি, তবে মম প্রাণ নাশ কি কারণ?
বৃথা গঞ্জি তোমা, ভুঞ্জি কর্ম্ম-অনুসারে
এ তাপ, হে প্রভঞ্জন, মুছিতে কে পারে
অলিক-অঙ্কিত অঙ্কে? ক্ষম, সমীরণ,
এ দাসীর দোষ করি কৃপা বিতরণ।

তাপ বার—তাপ বারণ কর। শ্বসন-স্বনন—পবনের রব।
প্রভঞ্জন—বায়ু। অলিক—কপাল।

হায়রে, বিরহে ভ্রান্তা আমি পাগলিনী
বৃথা গঞ্জি তোমা! মম জীবিতেশ যিনি
কোশলেশ, লিখি তাঁর সমীপে লিখন
স্বদুঃখের, উপকার কর, হে পবন!
আশুগতি, লিপি-সহ কর আশুগতি
সেই রাজপুরে, যথা আছেন ভূপতি।
হে সমীর, তব সুত (হায় রে কপাল,
বিগত হয়েছে সেই সুখময় কাল!)
হনুমান সহিয়াছে কত যে যাতনা
এ দুঃখিনী-তরে, অত কে করে বর্ণনা?
কে করে এমন? হনু আমার কারণ
ত্যজি তনুত্রাস, করি জলধি লঙ্ঘন
ভাঙিয়াছে মধুবন নিজ ভুজবলে,
দহিয়াছে স্বশরীর প্রদীপ্ত অনলে!
চিরজীবী হয়ে হনু নিরাপদে থাকে,
এই আশীর্ব্বাদ আমি করি সদা তাকে।
তব বলে বলী সেই, তব গুণ-ধারী,
হও (যথা হনু) তুমি মম উপকারী।
না চিন যদি সে পথ কহ, সমীরণ,
আশুগ মানস মম করিবে গমন
পথ-প্রদর্শক রূপে! প্রাণ-পতি-পায়,
নিবেদিবে এদাসীর দুঃখ সমুদায়।

আশুগ—শীঘ্রগামী।

পরে দিয়া লিপি তাঁরে, উত্তর তাহার
আনিবে, অথবা সেই রাম দয়াধার,
(আহা, পোড়া ভালে তাহা ঘটিবে কি আর !)
কৃপা করি বাঞ্ছি যদি দাসীর উদ্ধার
প্রেরেণ শিবিকা, কিম্বা স্যন্দন সুন্দর,
অবশ্য আনিবে সঙ্গে, ওহে বায়ুবর !"
আশা-মদে মত্ত সতী এতেক বলিয়া
বসিলা তমালতলে নীরব হইয়া
লিখিতে লিখন। আহা ! ভঙ্গিমা যেমন
একালে সীতার, তাহা না যায় বর্ণন !
ভু-নিহিত উরু-দেশে বাম পাণিতল
রাখিয়া, স্থাপিলা তাহে সুবিমল দল।
ধরিয়া লেখনী পরে বামেতর করে,
রচিতে লাগিলা লিপি সখেদ অন্তরে।
মনাক্ নমানে শিরঃ, মুক্ত কেশ-রাশি
সুকেশীর শ্রুতিযুগ আবরিল আসি
গণ্ড পানে,মরি, যেন করিতে লোকন
সীতা-শোক-বার্ত্তাবলী-পূরিত লিখন।
"কি জ্বালা" বলিয়া দেবী কর প্রসারিয়া,
শ্রবণ পশ্চাতে তাহা থুলা সরাইয়া।

দয়াধার—দয়ার আধার। শিবিকা—সোয়ারি।
স্যন্দন—রথ। ভূনিহিত—মৃত্তিকায় স্থাপিত। দল—পাতা।
বামেতর—দক্ষিণ, বাম হইতে ইতর। মনাক্—ঈষৎ।

রচিতে পত্রিকা, মরি, শোকের সাগর
উথলিল বৈদেহীর, ঝরি ঝর ঝর
পড়িল অজস্র অশ্রু লিপির উপরে—
ধুইল মুছিল যত অক্ষর-নিকরে !
ঈষৎ বিরাগে ফেলি পলাস লেখনী,
কাঁদিয়া পড়িলা ভূমে সুধাংশু-বদনী,
ছিন্ন-মূলা লতা যথা ! ক্রন্দন-নিনাদ
ভয়ানক শুনি তথা, গণিয়া প্রমাদ
আসি মুনিকন্যাগণ ধরি সীতা-করে
তুলিলা, বিবিধ রূপে প্রবোধিলা পরে।
"রে সখি," কহিলা তাঁরা রাঘববাঞ্ছারে,
"এমন আকুল কেন হলি একবারে ?
হারালি কি জ্ঞান, ধনি, ছি তুই কেমন
রমণী অধীরা মোরা না হেরি এমন !
হারাবি কি আঁখি, সখি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
চিরকাল ? দেখি তোর দুঃখ ফাটে হিয়া
আমাদের ! রে জানকি, আশ্রমে এখন
চল, সখি, মুছি আঁখি ত্যজিয়া রোদন।"
এত বলি মুনিবালাদল নীরবিলা।
শোকাতুরা সীতা তবে কহিতে লাগিলা ;—

অজস্র—অবিরল। পলাস—পাতা।
প্রবোধিলা—সান্ত্বনা করিলেন।

"সতীর পরাণ, সখি, পতি গুণবান ;
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে লয়ে পরাণ
থাকে, ধিক্ ধিক্, সই, তাহার পরাণে !
তাই এ পরাণ মোর নাশিব কৃপাণে
কাটি গলদেশ ; কিম্বা জ্বালি হুতাশন
হইব আহুতি তাহে ; অথবা মগন
হয়ে জাহ্নবীর নীরে ছাড়িব জীবন ;
কিবা যদি পাই বিষ, করিব ভক্ষণ ।—
ত্যজিব এ ছার দেহ এখনি, স্বজনী !
সহিব যাতনা কত দিবস রজনি ?
বলেছিলে সবে, সখি, কিছু দিন পরে,
গ্রহণ করিবে মোরে কোশল-ঈশ্বরে
সুনিশ্চিত। কিন্তু, হায়, করম বিগুণে
মুনি বাক্য মিথ্যা ! পুড়ি বিরহ-আগুণে !"
"ছি সই," কহিলা তাঁরা জনক-বালায়,
"মুখে না আনিও পুনঃ অমন কথায়।
আপন মরণ, সখি, চাহে যে যুবতী,
ঈশ্বর-সমীপে সেই, থাকে পাপবতী।
শুনেছি নিষ্পতি-সুতা বনিতাও নাকি
না বাঞ্ছে আপন হত্যা চিরদুঃখে থাকি।
শিহরে তাহার হিয়া, নেহারে যখন
শার্দ্দূল, ভুজঙ্গ ভীম, অথবা শ্রবণ
করে যবে বজ্র কিম্বা তরঙ্গ-নিঃস্বন
ঘোরতর, তার তনু কম্পে ঘন ঘন !

তুমিত রাজেন্দ্র-সুতা, রাজেন্দ্র-রমণী,
কিছু দিন পরে হবে রাজেন্দ্র-জননী ;
রাজেন্দ্রাণি, সুখ দুঃখ ঘুরে অনুক্ষণ
চক্র-রূপে ; বল কেন – কিসের কারণ
হারাবে জীবন ? তব দুঃখের সময়
হয়েছে বিগত, এবে হবে সুখোদয়।"

শুনিয়া এতেক বাণী উত্তরিলা ধনী
মৃদু মধুরবে,—"সবে শুন লো স্বজনি !
কেমনে ধরিব ধৈর্য্য আর্য্যপুত্র বিনা ?
যাঁহার-বিরহ তাপে এ দীনা মলিনা
যথা সৌরকরে লতা, তিনি কি সদয়
হয়ে লইবেন আমা ? হেন ভাগ্যোদয়
হইবে কি আর, সই, সে বিধুবদন
পারিব কি কভু আমি করিতে লোকন ?
মুহূর্ত্ত নারিলে, সই, নিরখিতে মুখ
নাথের, এ দাসী কত ভাবিত অসুখ।
শয়ন করিয়া, সখি, কুসুম-শয়নে
পতিপাশে, কত সুখ উপজিত মনে,
কহিতে কি পারি তাহা ? জাগিয়া শর্ব্বরী
করিতাম অবসান – শুন, সহচরি !
আসিলে নয়নে নিদ্রা, হইয়ে রাগত
সতিনী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম কত !—"

শর্ব্বরী—রাত্রি।

না হইতে সমাপন জানকী-বচন
খেদ-ভরা, তারা যত মুনিকন্যাগণ
কহিলা তাঁহারে ; "সখি, তুলিও না মনে
ওসকল কথা, চল আশ্রমে এক্ষণে।"
এতেক বলিয়া ধরি বৈদেহীর করে,
লইয়া চলিলা সবে আশ্রম ভিতরে।

দৃষ্টান্ত-দশক।

গুণের বর্ণনে পটু সুধু সাধুগণ,
চূতাঙ্কুর-রসপায়ী কোকিল যেমন। ১
বিবেক নাশিতে পারে ব্যসন-নিকর,
রবি যথা নিশাতমো-হরণে তৎপর। ২
সাধু-গুণ গান করে সুজন কেবল,
অনিল বিস্তারে যথা পুষ্প-পরিমল। ৩
ছোট যত হিত করে বড় তত নয়,
সাগর না পারে, কূপ তৃষা করে লয়। ৪
এক জন সকলের বন্ধু কদাচিৎ,
তপনে প্রফুল্ল পদ্ম, কুমুদ মুদিত। ৫

অধিক বয়সে আরো জ্ঞান উপচয়,
পুরাণ চন্দনে যথা গন্ধ অতিশয়। ৬
সাধুবাদে সাধারণ গুণের উন্নতি,
রসানে কনক-কান্তি কমনীয় অতি। ৭
সতের নিন্দায় হয় আপনি দূষিত,
আকাশে ছুড়িলে ডেলা মাথায় পতিত। ৮
সহবাসে নাহি যায় স্বভাব আপন,
কাক-সহবাসী পিক মধুর কূজন। ৯
মহেশ-মহিমা-চিন্তা দূর করে পাপ,
জল-ধারা হরে যথা দাবানল-তাপ। ১০

অন্তক।

১

অয়ে কাল, বিশ্ব-বিমর্দ্দন!
খরতর দন্ত ধর, দন্তিদল-প্রাণ হর,
ভীষণ-আকৃতি সিংহ কঠোর-গর্জ্জন,
বিপুল-বিক্রম ঘোর ব্যাঘ্র দুরাচার,
স্বচ্ছন্দে এদের কর জীবন সংহার।

২

রক্ত-চক্ষু, বঙ্কিম-বিষাণ
মহিষ মনুজ-ত্রাস, বিস্তারি বিকট গ্রাস,
কবলিত কর তার পাপাসক্ত প্রাণ।
বিবর-বিহারী অহি গরল-দশন,
সুখে তার দেহ কর নিয়ত অশন।

৩

জল-জন্তু করাল কুম্ভীর,
খর্জ্জুর পাদপ-প্রায় যাহার বিশাল কায়,
কমট কঠিন-পৃষ্ঠ, ফলক-শরীর
নাশ, তাহে কিছু ক্ষতি না হবে ধরার;
গণ্ডারের মুণ্ড কর আনন্দে আহার।

৪

শূকর ভল্লুক আদি যত
অপকারী পশু-দল, বিকাশি বিষম বল,
করিতেছে অবনীর অনিষ্ট সতত,—
একদা বিনাশ করি সবার জীবন,
জগত-জীবের কর হিত-সম্পাদন।

৫

অত্যাচারী নৃপতি-নিচয়,
বিচার-বিহীন-মনে পীড়িয়া অধীনগণে,
অর্থে যারা পূর্ণ করে আপন নিলয়,
ইচ্ছ যদি, গ্রাসিবারে তাহাদের দেহ,
গ্রাস অবিলম্বে, তোমা না দূষিবে কেহ।

বিবর—গর্ত্ত।

৬

সুজনের শান্তি-বিঘাতক
আর আর আছে যত, সে সকলে করি হত,
ধরণী-ধামের ভার হর, হে অন্তক!—
তাহে তব দোষ কেহ দিবে না কখন,
বরঞ্চ করিবে তব মহিমা কীর্ত্তন।

৭

কিন্তু, কাল! নিবেদি তোমায়,
সদিচ্ছার অনুগত ধার্ম্মিক মানব যত,
সংসার-সরসে যারা শোভে পদ্ম প্রায়,
তাদের জীবন মত্ত মাতঙ্গ-মতন
করো না দলন, কাল, করো না দলন।

চাতকী-বিলাপ।

১

উর মাতঃ সরস্বতি, গীতে কর অনুমতি,
এযাচনা দয়াবতি, করে দাস চরণে।
কাতরে চাতকী সতী কাঁদি পতি মেঘ প্রতি
কি বলে, শুনাও শুনি কল্পনার কাননে।

অন্তক—কাল, যম। যাচনা—ভিক্ষা।

২

"দারুণ হেমন্ত, শীত, ক্রমে ক্রমে উপনীত,
ক্রমে পুনঃ তিরোহিত লোক-মুখে রটনা।
বসন্তের সুমিলন লাভে উচাটন-মন
জীবগণ, এ নিয়ম বিধাতার ঘটনা।

৩

হেমন্ত শিশির দ্বয়, যদিও সবার নয়,
মম পক্ষে সহৃদয় সদা দয়া করিল ;
করি বারি বিন্দু-দান বিরহে বাচাল প্রাণ,—
কৃপাগুণে দেব-অশ্রু নিশাকালে ঝরিল।

৪

একে প্রিয়-শোকাকনলে দিবা নিশি তনু জ্বলে,
পুনঃ কোন্ কর্ম্ম-ফলে নব তাপ আইল ?
বসন্ত-বিলাস-সুখ সবার হরিবে দুখ,
বিফল সে আশা-গীত কল্পনায় গাইল !

৫

কালান্ত কালের মত গ্রীষ্মকাল সমাগত,
ভয়ে জীব জন্তু যত ম্রিয়মাণ হইল।—
রৌদ্র-রূপে কালানল পোড়াইল ধরাতল,
পাণ্ডব খাণ্ডবে যেন অগ্নি দান করিল !

৬

জলদ পরাণ-পতি, কোথায় করিল গতি ?—
সাথে সৌদামিনী সতী সংগোপনে রহিল ;

পিপাসায় প্রাণে মরি, কাতরে বিলাপ করি,
হরি হরি, সে রোদনে কোন ফল নহিল!

৭

খরতর রবি-কর, যথা অতিরথি-শর,
সন্তাপিত-কলেবর চরাচর হইল,—
ভূচর, খেচর-চয়, জলচর সমুদয়,
বাণাহত মৃগ মত ছুটাছুটি ধাইল!

৮

পাতালে বাসুকি-শির দহে পশি তাপ-তীর,
গজগাত্রে স্বেদ-নীর ঝর ঝর ঝরিল!
কেমনে জীবন রবে? হাহাকার করে সবে,—
প্রলয়ের ভাব যেন ধরা-ধাম ধরিল!

৯

সুতপ্ত সমীরবর বহে সদা খরতর,
যেন যম ভয়ঙ্কর কু-নিশ্বাস ছাড়িল!
মুখ রাখি বাতায়নে ছিল বধূ নিরজনে
জুড়াইতে তাপ তার, সে বাতাসে বাড়িল!

১০

সৌধ-বাসী ধনিগণ তাপে সমাকুল-মন,
উরসের সুচন্দন স্বেদ-নীরে ধুইল!
কাতর কুটীর-বাসী ঘর্ম্মজলে যায় ভাসি,
মর্ম্ম-দুখে কর্ম্ম ছাড়ি ভূ-শয়নে শুইল!

বাসুকি—নাগরাজ, অনন্ত। স্বেদ—ঘর্ম্ম।
বাতায়ন—জানালা। উরসের—বুকের।

১১

বাল, বৃদ্ধ, যুবজন নর, নারী অগণন,
সবে জ্বালাতন-মন ছট ফট করিছে ;
নীরব কোকিল-কুল, ভ্রমর ছাড়িল ফুল,
চোর যেন পত্র-পুরে পশি কাল হরিছে !

১২

মরীচিকা-মায়াছলে ছুটে মৃগ দলে দলে,
লুলাপ নিপান-জলে শরীর ডুবায় রে !
অনুচিত রাজ করে প্রজা যত ভয় করে,
ততোধিক ভয় জীব রবিকরে পায় রে !

১৩

বসন্ত-বিষম-অরি জন-হরিণের হরি,
নিদাঘ সহায় করি কত নরে ধরিল ;
বিসূচিকা, জ্বর ভীম, জীবন-কমল-হিম,
প্রবল প্রতাপে ভীম, কোটি জীব মারিল !

১৪

হাম-রোগ ভয়ঙ্কর জন-কায়-কান্তি-হর
প্রসারিল নিজ কর শিশুগণে ধরিতে ;
সুতপ্ত কটাহ মত ভূমি রবি-করগত,
সাধ্য কার নগ্ন পদে পথে গতি করিতে !

লুলাপ—মহিষ। মরীচিকা—সূর্য্য কিরণ, জলভ্রম। নিপান—দীঘী। কটাহ—কড়া। নগ্ন—লেঙ্গটা।

১৫

অয়ে পয়োধর-পতি! কবে করি শুভ গতি
কাতর ধরণী প্রতি কৃপাদান করিবে?—
ঢালি জল অবিরল নিবাইবে তৃষানল,
পূরাইবে প্রেম-সাধ দুঃখ তাপ হরিবে?

১৬

আমি তব প্রেমাধীন, ভাবনায় তনু ক্ষীণ,
হায় মরি, কত দিন এ যাতনা সহিব?
কে মোর দুঃখের কথা শুনি নিবারিবে ব্যথা,
তুমি বিনা কার কাছে এ কাহিনী কহিব?

১৭

নদ, নদী, হ্রদ-চয় আছে কত জলাশয়,
অপমান বিষ-ময়, প্রাণ গেলে যাব না;
তব আশা-পথে রব, শুনিতে মোহন রব,
অশনি-পতন বলি মনে ভয় পাব না।

১৮

সুধার সুধার মত তোমার সুধার যত
উপকার করে কত পৃথিবীতে পড়িয়া!—
রোগ, তাপ, শোক, ভয় সকল বিনাশ হয়,
তরু, লতা, শস্য-কুল জীয়ে যেন মরিয়া!

১৯

তুমি ঘন শ্যাম-তনু শিরে শিখা ইন্দ্র-ধনু,
এ রাধিকা-তনু তনু কবে হেরি জুড়াবে?

সুধার—অমৃতের, সুধার—উত্তম ধারা। তনু—ক্ষীণ, তনু—শরীর।

চপলায় পীতাম্বর, ধরি মূর্ত্তি মনোহর,
নভো-নিপ-তরুতলে কবে আসি দাঁড়াবে ?

২০

মুরলী-মোহন-নাদে না শুনিলে প্রাণ কাঁদে,
বাঁধা দাসী প্রেম-ফাঁদে ঊর্দ্ধ মুখে ধাইবে,
প্রিয়-মুখ নিরখিয়া শীতল হইবে হিয়া,
পয়োমধু পান করি কত সুখ পাইবে !

২১

মধুর নিনাদে তব কত প্রীতি অনুভব –
সুখে মত্ত শিখী সব শিখা তুলি নাচিবে ;
নিপান, তড়াগ, সর হবে পূর্ণ-কলেবর,
আসার পতনে প্রাণী কত শত বাঁচিবে !

২২

উচ্চ ভূমি-গত বারি অভিনব বেগধারী
কুল কুল স্বর-কারী নীচ দেশে যাইবে,
নব-জলে নব বল পেয়ে যত ভেকদল
গাবে তব গুণ-গীত পুলকিত হইবে।

২৩

এস তবে প্রিয়বর ! শুনাও সুন্দর স্বর,
দিয়া নীর নিরন্তর দূর কর পিপাসা।”
ডাক রে চাতকি,তুই শুনি আরো দিন দুই,
মধুর কূজনে যদি পূর্ণ হয় দুরাশা !

নিপ—কদম্ব। নভোনিপতরুতল—আকাশ রূপ কদম্বতল।

গো-গৃহ-রণে গমন সময়ে উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি।

(বীর রস)

১

হে উত্তর! একি ভাব করি নিরীক্ষণ?
উপজিল চিত্তে তব ভয় কি কারণ?
হতেছ কম্পিত কেন বাত-জ্বরে রোগী যেন?
কি হেতু মলিন তব চারু চন্দ্রানন?—
প্রদোষ-প্রমাদে পদ্ম নিষ্প্রভ যেমন।

২

কলেবরে স্বেদ-নীর ঝরে অবিরত
অনর্গল, অগ্নি-তপা তপস্বীর মত!—
শ্রান্ত পান্থ প্রায় তব শুষ্ক মুখ—অসম্ভব!
রণ-কোলাহলে কর্ণ কর আচ্ছাদিত
কেন! ঘন-স্বনে যথা বালক শঙ্কিত!

৩

মুহুর্মুহু করিতেছ চক্ষু নিমীলিত
কি জন্য? হতেছে অস্ত্র হস্ত-বিস্খলিত!
দূরে হেরি অরি-স্থল, কেন তুমি হীন-বল?
ফিরিয়া যাইতে চাহ ত্রাসিত-অন্তর
মণ্ডূক নেহারি যথা ভুজঙ্গ-বিবর!

প্রদোষ—সন্ধ্যা। ঘন স্বন—মেঘের ডাক।

৪

শূর-চূড়ামণি তুমি শূরেন্দ্র-তনয়,
সুরেন্দ্র-প্রতিম যাঁর প্রভাব-নিচয়,—
এই কি উচিত তব ? শুনিয়া সপত্ন-রব
গমনে বিমুখ তুমি সমর-প্রাঙ্গণে,
হাসাইতে রণচুঞ্চু বীর-পুত্র গণে !

৫

উপযুক্ত নৃপসুত তুমি ধনুর্ধর
বিদ্যমানে, অদ্য বাধ্য অধীন-নিকর
শত্রু হস্তে দিবে প্রাণ ?—গৃহে করি অবস্থান
হেরিবে, হায়রে, তব এ কি ব্যবহার ?
হয় না ইহাতে মনে লজ্জার সঞ্চার ?

৬

কোথা তব শৌর্য্য, বীর্য্য, কোথা তেজস্বিতা ?
জিগীষা প্রবৃত্তি আজি কেন বিদূরিতা ?
মহা গর্ব্বে হয়ে স্ফীত, গাইয়া স্বগুণগীত,
বলেছিলে গৃহে যত—বৃথা এইক্ষণ,
প্রভাতে নিষ্ফল যথা নীরদ-নিঃস্বন।

৭

বল, বুদ্ধি, জয়-লিপ্সা, যোদ্ধৃ-চিহ্ন-চয়
গিয়াছে তোমার ; তবু আমার কি ভয় ?
করিলাম এই পণ, আপনিই শত্রুগণ
নাশি যুদ্ধে, উদ্ধারিব গাভী সমুদয়,
কিম্বা রণ-রক্ত-হ্রদে ডুবিব নিশ্চয় !

৮

নপুংসক বলি আমি দেই পরিচয় ;
কিন্তু পুরষত্ব-হীন চিত্ত মম নয়।
অরাতি-কর্কশ-স্বর আকর্ণনে ভীতান্তর
নহি আমি, ফেরু-রবে ত্রস্ত কি কখন
গজ-গণ্ড-বিদারণ কেশরী ভীষণ ?

৯

দুর্ব্বার বনের বহ্নি দারুণ-দর্শন
জ্বলিয়া যেমতি দহে বনচরগণ,
তথা জ্বালি শরানল দহিব বিপক্ষ দল ;
প্রত্যক্ষ দেখিবে তুমি বীরত্ব আমার ; —
মম সমকক্ষ শূর কেরা আছে আর ?

১০

রে ভীরু ! রে নরাধম রাজকুলাঙ্গার !
কোথা যাবি তুই যুদ্ধ করি পরিহার ?
এতই কি মূল্যবান ভাবিস আপন প্রাণ ?
ধিক্ তোরে, আসি যুদ্ধে পালাবি এখন ?
রাখিব স্যন্দনে তোরে করিয়া বন্ধন !

নপুংসক বলি আমি দেই পরিচয় ইত্যাদি কথার অর্থ—আমি বস্তুতঃ নপুংসক নহি।

শূর—বীর। স্যন্দন—রথ।

বৃহন্নলা-রূপী অর্জ্জুনের প্রতি রণ-ভীরু উত্তরের উক্তি।

(ভয়ানক রস)

১

যথা হত্যা-অপরাধে অভিযুক্ত জন,
বিচারক-পদযুগ ধরি নিজ করে,
বাঁচাইতে প্রিয় প্রাণ, মৃত্যুভয়ে কম্পবান,
বিনয়-বচন কত কহে ভগ্ন স্বরে,
উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি আকুল অন্তরে!—

২

তেমনি বৈরাটি ধরি কিরীটির পদ,
অনর্গল অশ্রুজল করি বরিষণ,
স্বেদ-সিক্ত কলেবরে, বেপথু বিরাজ করে
যাহে, শঙ্কা পিশাচীর প্রমুখ লক্ষণ,—
মৃদুল সভয় বাক্যে কহিলা তখন।—

৩

"অয়ে বৃহন্নলা, তুমি যতেক গঞ্জন
করিলে আমারে, মম সহ্য সমুদয়;

বৈরাটি,—বিরাট পুত্র উত্তর। স্বেদ—ঘর্ম্ম। বেপথু—কম্প।

তবুও জীবন-ধন, অরি-করে সমর্পণ
করিতে নারিব ; ইহা কে করে প্রত্যয়,
হইবে গজের যুদ্ধে অজের বিজয় ?

৪

প্রদীপ্ত পাবক-শিখা করিয়া লোকন,
অবোধ শলভ মৃত্যু-শঙ্কা পরিহরি,
তাহাতে আহুতি দান হবি প্রায় নিজ প্রাণ
করে ; জ্ঞানী নর আমি যদি তাহা করি,
হিতাহিত বোধ তবে কি কারণ ধরি ?

৫

সহজ সংগীত-শাস্ত্র, যাহে সুশিক্ষিত
তুমি ; ক্ষম, করিও না ক্রোধ অকারণ।
সমর সঙ্কট কত, জানে এ পৃথ্বীর যত
পর-ভুজ-বল-বিজ্ঞ বীর পুত্র-গণ।—
যুদ্ধ-কার্য্য নহে শুদ্ধ মুখের বচন !

৬

লক্ষ—লক্ষ শূর-সিংহ বিপক্ষের দলে,
অই শুন, করিতেছে গভীর গর্জ্জন !
হায়রে কি মতিভ্রম ! আমরা জম্বুক সম
চলিলাম বৈরিদল করিতে দমন,
পঙ্গুর প্রয়াস তুঙ্গ পর্ব্বত-লঙ্ঘন !

শলভ—পতঙ্গ। শূরসিংহ—বীরসিংহ।

৭

কৌরব-সাগরে যত বীর বারিচর
দ্বিষদ-শোণিত-লোভে করে বিচরণ।
সবার সংগ্রাম-শক্তি জিগীষার আনুরক্তি
আছে যত, আমি তাহা জানি বিলক্ষণ ;
শুধু কি বীরত্বে আমি বিমুখ এমন ?

৮

ভীষ্মের সমান শূর এ বিশ্বের মাঝে
নাহি, যার ভীম রবে প্রাণ উড়ে যায় !—
দারুণ দ্রোণের শর, শমনের ত্রাস-কর !
কর্ণের চীৎকারে কর্ণ বধিরতা পায় !
দুঃশাসন দুঃশাসনে রাক্ষসের প্রায় !

৯

অরিন্দম অশ্বত্থামা অক্ষয়-শরীর
অক্ষয় বটের মত মহা ধনুর্দ্ধর !
বীর-রত্ন বৃষসেন আশীবিষ-শিশু যেন,
ভীষণ গর্জ্জনে যার কাঁপে কলেবর !—
আর আর কত বীর মহা ভয়ঙ্কর !

১০

এত—এত মহাবীর-ব্যূহের সহিত
ইচ্ছায় কি হয় কেহ সমরে সম্মত ?

দ্বিষদ—শত্রু। ব্যূহ—সমূহ।

আমি ত জঘন্য অতি নব বীর-ব্রতে ব্রতী,
থাকুক করিব যুদ্ধ, দেখে বুদ্ধি হত !
নকুল-লোকনে যথা সর্প-দর্প গত !

১১

এই দেখ কাঁপিতেছে বক্ষঃস্থল মম,
অচল-হৃদয় যথা অশনির ঘায় ;
কিক্কত রোগীর সম, বিশুষ্ক বদন মম ;
শক্তিশূন্য যেন আজি এই শক্ত কায় !—
হয়েছি মুমূর্ষু যেন আশু প্রাণ যায় !

১২

হাসুক অরাতি-বৃন্দ, ঘুষুক দুর্নাম ;
হরুক তাহারা মম গাভী সমুদয় ;
নাশুক অধীন-গণে, জিনুক দুরন্ত রণে ;
নিন্দুক আমাকে মৎস্য-মহিলা-নিচয় ;
তথাপি ক্ষয়ের ক্ষেত্রে যাব না নিশ্চয় !

দ্রোণের পতনান্তর দুর্য্যোধনের বিলাপ।

১

দ্রোণ বীর সমর-পণ্ডিত
শত্রু শরে হইল পতিত,
ব্যাকুল কৌরবগণ করি যুদ্ধ কতক্ষণ,
শিবিরে হইল উপনীত।

২

মতামত করিতে নিশ্চয়
সমাগত শূর সমুদয়,
বসিয়া বিরস মনে, নানারূপ আলাপনে
দিতেছে জ্ঞানের পরিচয়।

৩

ভগ্ন-রদ ভুজঙ্গ যেমন,
কিবা ভিন্ন-মস্তক বারণ,
তথা তেজ-বিরহিত দুর্য্যোধন আকুলিত
কত মত করিয়া ক্রন্দন।

৪

আপন অধীন বীরগণে
কহিলেন কাতর বচনে ;—
"হে বীর-কুঞ্জরগণ, কি করিব এইক্ষণ ?
উপদেশ দেহ সর্ব্বজনে।

৫

পিতামহ, গুরুর নিধন
ভাবিয়া বিস্ময়ে মগ্ন মন ;
যাঁহারা বাণের বলে অজেয় জগতী-তলে,
এবে তাঁরা বিগত-জীবন।

৬

বুঝিলাম বিধাতা বিমুখ,
নহিলে কি এত পাই দুখ!
বীর-চূড়ামণি যাঁরা জীবন ছাড়িলা তাঁরা
আশু, করি সমর সম্মুখ।

৭

শুনিয়াছি, যথা শশি-কলা
তপনের তেজে সমুজ্জ্বলা,
তথা মম সেনা অতি ভীষ্ম-বলে বলবতী
ছিল আগে, এখন দুর্ব্বলা।

৮

রণ কার্য্য পুর্ব্বের মতন
আর না করিব বিলোকন;
সৈন্যদের সাহঙ্কার হুহুঙ্কার ধ্বনি আর
না পাইব করিতে শ্রবণ!

৯

পরবল-পয়োধি মাঝার
আমায় করিয়া পরিহার
কোথা গেলে, পিতামহ! তোমা বিনা অহরহ
দশ দিক্ নিরখি আঁধার!

পরবল—শক্রসৈন্য।

১০

বাণ বিদ্যা বলে বলীয়ান
ধরা ধামে কে তব সমান ?—
কি আশ্চর্য্য হায় হায়, হারাইলে মহাকায়,
শূরাধম-শরাঘাতে প্রাণ !

১১

আর তুমি উঠি রথোপরি
করে দিব্য শরাসন ধরি,
করিবে না রিপুগণে চমকিত প্রতিক্ষণে
ঘন প্রায় রণ-রব করি !

১২

আর তব বিশিখ-নিকর
শ্রাবণের আসার সোশর,
আবরি আকাশ তল, অগণ্য অরাতি দল,
নাশিবে না সমর ভিতর !

১৩

চির-সুপ্ত সিংহের মতন,
শায়ক-শয়নে অচেতন
আছ তুমি, বীর-বর ! অরি-ফেরু পরিকর
বিচরিছে আনন্দে এখন !

বিশিখ—বাণ, শর। আসার—বৃষ্টি।

১৪

মহারথ-কুলের প্রধান
তুমি গুরো গৌরব-নিধান !
আমার অদৃষ্ট-ফলে অকালে অরির ছলে
রণভুমে হইলে শয়ান !

১৫

হায়, তব শরীর সুন্দর
বীরেশ-ভুষণে নিরন্তর
ছিল আগে বিভুষিত, এবে রেণু আবরিত
হেরি তাহা বিদরে অন্তর !

১৬

নাহি তব সেই ভুজ-বল,
ভীত যাহে অমর সকল ;
নাহি সে নিনাদ ঘন, যাহে করি আকর্ণন
বধির হইত অরিদল !

১৭

অহ ! একি খেদের বিষয়,
যার বল করিয়া আশ্রয়,
মাতিয়া রণের মদে, উলিলাম রণ-হ্রদে,
ভুলিলাম মরণের ভয় !—

১৮

এখন সে বীর-বর হায়,
শোণিত-শয়নে নিদ্রা যায়!
যত সাধ ছিল মনে, যত সাধ ছিল রণে,
একদা বিগত সমুদয়!

১৯

পঞ্চ খানি গ্রামের কারণ
দূত পাঠাইল শত্রুগণ,
বোধের প্রদীপ মম, প্রবল ঝটিকা সম
নিবাইল দুরাশা তখন!

২০

পিতামহ, বিদুর বিদ্বান্,
দ্রোণ গুরু জ্ঞান-গরীয়ান
তুষিতে পাণ্ডবগণে, অনুরোধি জনে জনে
উপদেশ করিলা প্রদান।—

২১

হায় রে, সে সুহিত বচন
কেন আমি না করি শ্রবণ,
বিস্তারি বিবাদ জাল, আপনি আপন কাল
আনিলাম লূতার মতন?

২২

ভিখারী পাণ্ডব পঞ্চ জন
দেশান্তরে করিত ভ্রমণ ;
সসাগরা ধরাতল ছিল মম করতল,
সাহসে পূরিত ছিল মন !—

২৩

এখন তাদের সৈন্য কত,
নিরখি আমার জ্ঞান হত !
বিষম-বিষাদ-বাসে, আবরি অন্তর-বাসে
আঁধলা করিল ইচ্ছা যত !

২৪

ওরে বিধি দারুণ-হৃদয় !
এই কি উচিত তব হয় ?
জগত-জনক তুমি, আনিয়া সমর ভুমি,
বিনাশিলে অগণ্য তনয় !

২৫

হায় হায় হায় রে, আমার
এ বিপদে না দেখি নিস্তার,
রণ-নদে ডুবে মরি, কে বাহে সেনায় তরী
কর্ণই কেবল কর্ণ-ধার !

বিষাদ-বাস—দুঃখরূপ বসন। বাস—আলয়।

৺বনওয়ারিলাল রায় ভূপ মহাত্মার বিয়োগে বিলাপ।

(সাময়িক, ১২৮৭। ১০ই বৈশাখ।)

১

জনরব মুখে শুনিনাম দুখে
এ ঘোর সংবাদ স্বপন মত,—
তুমি সদাশয়, সদয় হৃদয়,
যম দণ্ডে নাকি হয়েছ হত ?

২

অমনি বিস্ময় অন্তরে উদয়,
শোকের সাগরে ডুবিল মন !
আপনা পাশরি কত খেদ করি,
এই গতি ভোগে জগত জন।

৩

কৃপালু ভূপতি তুমি মহা-মতি
তাড়াষ মাথার মুকুট-মণি ;
বন'য়ারি নাম, নানা গুণ-ধাম,
ধন মান দাতা, দয়ার খনি !

৪

জ্ঞান মতি বলে তুষিয়া সকলে
গুণের মর্য্যাদা করেছ দান,
তবে কোন্ পাপে, মরি পরিতাপে,
হরিল শমন তোমার প্রাণ !

৫

এ কি অসম্ভব !—করি অনুভব
সহসা খসিল গগন-চাঁদ !
কল্পনা-বদনে, স্বজন-রোদনে
শুনি কত মত বিলাপ নাদ !

৬

শিষ্টের পালনে, দুষ্টের দলনে
ন্যায়বান ভুপ দেশের ধনী
গত কাল-পুরে, অতি দূরাদূরে
শুনিল সকলে এ ঘোর ধ্বনি !—

৭

অতি বলবান মৃগেন্দ্র-সমান
মৃগয়া-সুপটু শ্বেতাঙ্গ সম,
গুণী তলবারে, তীক্ষ্ণ অস্ত্র-ধারে
কত পশু হত ভীষণতম—

৮

হেন বলী, হায়, শ্মশানে ঘুমায়—
বিধির কি খেলা ধরণী ধামে !
সেই অদর্শন ভুবন-মোহন,
চমকিত লোক যাঁহার নামে।

৯

শাসক নিহত, শুনি রিপু যত
মস্তক উন্নত কুমতিচয়,
কে আসিবে আর দলিতে দুর্ব্বার,
কে আর দেখাবে ধর্ম্মের জয় ?

১০

কাঁদে ব্রজেশ্বরী, হারাইয়া হরি
যশোদা যেমন যমুনা-তীরে !
লজ্জা-ময়ী রাধা নাহি মানে বাধা,
ভাসে কমলিনী শোকের নীরে !

১১

কাঁদে বনমালি—সুত গুণ-শালী
শোকানলে জ্বলি সুদীন মত,
বন্ধু পরিজন, কর্ম্মচারিগণ,
প্রজাকুল করে রোদন কত।

১২

বালা বিধবার নয়ন আসার
দেখ কি এখন গুণের নিধি ?—
বিলাপ-স্বনন কর কি শ্রবণ,
আর কি সে দিন দিবেন বিধি ?

১৩

আর কি বলিব, আর কি শুনিব,
আর কি হেরিব ও চাঁদ-মুখ ?
আর কি আসিবে, আর কি তুষিবে
হাসিয়া প্রিয়ার দূরিতে দুখ ?

১৪

আর কি সভাতে জ্ঞানের প্রভাতে
বসিবে তুষিতে সবার মন ?
আর কি তেমন মধুর বচন
শুনিবে সন্তোষে সকল জন ?

১৫

আর কি বিচারে মোহিবে প্রজারে,
আর কি সুমতি করিবে দান ?
আর কি তোমার মুখ, গুণাধার !
হেরিয়া জুড়াবে গুণীর প্রাণ ?

১৬

ব্যায়াম-বিদ্যায় আর কি হেলায়
মল্লের কৌশল করিবে জয় ?
আর কি ভ্রমণে বাহন-বিহনে
অসিতে নাশিবে শার্দ্দূলচয় ?

ব্যায়াম—কুস্তি। শার্দ্দূল—বাঘ।

১৭

করি-আরোহণে আর কি কাননে
মৃগয়ার বেশে যাইবে শূর ?
তুরঙ্গ বাহন নলের মতন
আর কি চালাবে অনেক দূর ?

১৮

আর কি তেমন দরিদ্র পালন
করিতে করিবে প্রচুর দান ?
উচিত আদরে প্রফুল্ল অন্তরে
আর কি বাড়াবে মানীর মান ?

১৯

আর কি ক্ষুধিতে পুলকিত চিতে
ভোজন করাবে মনের মত ?
পিপাসায় জল দিয়া সুশীতল
আর কি পালিবে দারুণ ব্রত ?

২০

নাম ডাক যত সমুদয় হত,
হায় হায়, পোড়া কালের করে !
ছাড়ি ধন, জন, চারু নিকেতন,
কোথা পলাইলে কাহার ডরে ?

২১

হিন্দুর আচার, হিন্দুর বিচার,
হিন্দুর ধরম, হিন্দুর নীতি
রাখি অব্যাহত, যাগ যজ্ঞ যত
করেছ সতত যেমতি রীতি।

২২

নানা উপহারে বিবিধ প্রকারে
পূজিলে নিয়ত দেবতা-কুল,
এই ফল তার, হায়, কি বিচার!
হইলে যমের নয়ন-শূল!

২৩

সংসার কাননে কুসুম রতনে
শুকাইল কাল কঠিন রবি!
গুণ-গন্ধ-রাশি থুয়ে অবিনাশী,
লুকাইল ফুল আপন ছবি।

২৪

দেখিতে দেখিতে একি আচম্বিতে
কালের কুহরে সকলি যায়!
তবু নিজ মনে মোহের ছলনে
ভাবি মিছা কথা মরণ দায়!

কুহর—ছিদ্র।

২৫

যাও সুর-ধাম   লভিতে বিশ্রাম
পরিহরি পাপ-সংসার ভার ;
দেব-সভা-তলে   বৈস দিয়া গলে
দীন লেখকের কবিতা-হার !

৺প্রমথনাথ রায় রাজা বাহাদুরের বিয়োগে বিলাপ।

(সাময়িক ঘটনা, ১২৯০। ২৮শে পৌষ।)

বার্ত্তাবহ লিপিকুল কল কল স্বরে
কাঁদাইল বঙ্গবাসী সুহৃদ-নিকরে
দিয়া শোক বার্ত্তা ! যেন বজ্রপাত, হায়,
প্রমথনাথের নাশ অতুল ধরায় !
রূপে গুণে অনুপম কে আছে ভূতলে
তুমি বিনা, স্নেহময় নয়ন যুগলে ?
হে রাজন্ ! তব পাত শেল-পাত মত
বিঁধিল হৃদয়, শোকে ভরিল জগত !
এই ত সে দিন তুমি (এদীন নয়নে
এখনো নিরখি সেই মধুর দর্শনে !)

সুরধাম—স্বর্গ।

রম্য হর্ম্ম্যোপরি বসি সুশীল সভায়,
সহাস বদন-ভাষে তুষিলে সবায়।

নীরব কোকিল-রব চিরকাল তরে,
গত রূপ-রাশি অতি সুদূর প্রান্তরে!
আর না হেরিবে কেহ, কিন্তু গুণ তব
কে ভুলিবে? হায়, তাহা অবিনাশী সব॥

প্রজা-হিতে রত রাম রাজীবলোচন,
সুজন তোষণে মহামতির মতন,
অযুত অযুত মুদ্রা দানের কথন
হরিল শমন, মরি, এমন রতন!

দেশীয়ের মুখ তুমি, দেশীয়ের মন,
দেশীয়ের প্রাণ তুমি, দেশীয়ের ধন,
দেশীয়ের বন্ধু, কোথা করিলে গমন
ছাড়ি অনুগত যত দীন হীনগণ?

শ্রীভব-সুন্দরী মাতা কাঁদেন কাতরে,
(নিদারুণ সুত-শোকে হৃদয় বিদরে!)
কাঁদেন বিধবা পত্নী পড়িয়া ভূতলে,
চির-বাসী বারি বিন্দু নয়ন কমলে!

কাঁদে পুত্র পরিবার, কাঁদে বন্ধুজন,
কাঁদে রাজা, কাঁদে প্রজা, মধ্যবিত্তগণ,
কাঁদে শত্রু মিত্র, কাঁদে সম্পাদক সবে,
কেহ হাহাকার করি, কেহ বা নীরবে!

বৃথা সে বিলাপ-নাদ, কে করে শ্রবণ?
অরণ্যে রোদন, হায়, অরণ্যে রোদন!

দীননাথ ! দিননাথ দারিদ্র-আঁধারে,
লুকাইলে অকস্মাৎ পয়োধি মাঝারে !
অবিনাশী গুণরাশি পতাকার মত
রাজসাহী বিদ্যাগারে উড়িবে সতত।
চির জন্যে রবে গাঁথা সাহিত্য সংসারে,
বর্ণ-হারে গুণ-মালা স্বর্ণময় তারে !
দেশের কপাল গুণে তুমি, গুণময়,
অকালে লইলে বুঝি কালের আশ্রয় !
মহাত্মন্ ! কোন্ পাপে পাপী আত্মগণ ?
ছাড়ি সবে কোন্ দেশে করিলে গমন ?
সংসার কুসুম কুঞ্জে মঞ্জু দরশন
ফুটিল কুসুম এক, গন্ধ বিমোহন ;
মাতিল জগত গন্ধে, সহসা ভাস্কর
দহিল দারুণ তেজে, নাহি কলেবর !
গত ফুল, গত রূপ, গত রস যত,
গত সব—গুণ-গন্ধ না হইবে গত।
উপকৃত ভৃঙ্গকুল গুন গুন স্বরে
গাইবে সে গুণ-গান প্রফুল্ল অন্তরে।
অনন্ত তোমার গুণ, অনন্ত আননে
ঘুষিবে অন্তকাল অনন্ত ভুবনে।
অনন্ত যাহার যশ, অনন্ত না পারে
কহিতে, অনন্ত কাল হরিল তাঁহারে !
ধনুর ভানুর যোগে নবম বাসরে,
ডুবিল প্রমথ-মূর্ত্তি অতল সাগরে।

আর না হেরিব সেই প্রিয়দরশন,
আর না শুনিব তার মধুর বচন।
ধরাধামে তব ধাম সমুচিত নয়,
যাও সুর-ধামে, সুর, সরল হৃদয়!
বেড়াও নন্দনে, ধর মন্দ উপহার
মন্দ কবি ছন্দে গাঁথা কবিতার হার॥

সমাপ্ত।

উপসংহার।

কোথা লুকাইল সেই মহাজনগণ ?
পশিল সহসা কোন নিবিড় কানন ?
দিবা নিশি শুনি জনগণের নিধন !
হাহাকার আর্ত্তনাদে পুরিল ভুবন।
শোকে তনু জর জর অবশ হৃদয়,
ছোট বড় কত মরে সংখ্যা নাহি হয়।
আপনি অমর-ভ্রম সদা মনে মনে ;
শরীর হইল ক্ষীণ ধন উপার্জ্জনে।
সে কালের কথা নাহি ভাবি একবার,
ধিক্ রে হৃদয়, তোরে ধিক্ শতবার !

